জুন, ২০২৪

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের নকশা ও কারিগরি নির্দেশিকা

প্রত্যেক শিশুকে সহায়তা প্রদান

২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ- মূল্যবান, যত্নশীল, সুরক্ষিত

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের নকশা ও কারিগরি নির্দেশিকা

প্রত্যেক শিশুকে স্বাগত

প্রত্যেক শিশুকে সহায়তা প্রদান

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ- মূল্যবান, যত্নশীল, সুরক্ষিত

এই প্রকাশনার বিষয়বস্তু "২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের "গবেষণা ও রিভিউ কমিটি" দ্বারা প্রস্তুত এবং সম্পাদনা করা হয়েছে।

লিড গবেষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক : শবনম মোস্তারী
যুগ্মসচিব ও প্রকল্প পরিচালক, ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প।

গবেষণা সহায়ক : বর্ণা শীল, ডে-কেয়ার অফিসার
মাহমুদা আক্তার, ডে-কেয়ার অফিসার
সাথী বৈদ্য, শিক্ষিকা
মোছাঃ আঞ্জুমান আরা লিপি, স্বাস্থ্য শিক্ষিকা
স্বরলিপি দাস, স্বাস্থ্য শিক্ষিকা

খসড়া সম্পাদক : কামাল হোসেন, সহকারী পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
প্রসেনজিৎ কুমার বর্মন, সহকারী প্রোগ্রামার, ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প।

ভাষাগত পর্যালোচনা : পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

রিভিউয়ার : মীর মনজুরুর রহমান, প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর।
মোঃ রফিকুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।
ড. নাঈমা খান, অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)।

চূড়ান্ত সম্পাদনা, গ্রাফিক্স ডিজাইন ও লেআউট : শবনম মোস্তারী, যুগ্মসচিব ও প্রকল্প পরিচালক, ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প।

যারা এই নির্দেশিকা রিভিশনের কর্মশালায় অংশগ্রহনের মাধ্যমে চূড়ান্ত খসড়া তৈরিতে ভূমিকা রেখেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ।

সৈয়দ মঈনুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।

জনাব মোঃ শামছুদ্দোহা
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।

মোহাম্মদ ফেরদৌস হাসান খান
তত্ত্বাবধায়ক স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর।

ড. মুহাম্মদ মাসউদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

জনাব হুমায়রা বিনতে হাসান
নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), গণপূর্ত মনিটরিং বিভাগ, ঢাকা।

জনাব নুসরাত জাহান
নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম এমআইএস বিভাগ-১, ঢাকা।

ইফতেখারুল আমিন
নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

মোহসেনা সিদ্দিকা
নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

ভূঁঞা রেদওয়ানুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

শাহানা ফেরদৌস
নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ।

মোহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান ভূঁঞা
অতিরিক্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

আমেনা বেগম
ডিআইজি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।

জাকিয়া আফরোজ
পরিচালক, (অতিরিক্ত সচিব), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী
যুগ্মসচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

জনাব মোসাঃ নাজমা আখতার
সচিব, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

মোসাঃ খাদিজা ইয়াসমিন
বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড।

জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত বিভাগ-১, ঢাকা।

মোঃ আব্দুল আলীম
নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন

আহমেদ হাসিব বুলবুল
ব্র্যাক, আইইডি।

হাসিনা পারভীন
সহকারী পরিচালক, এসওএস, চিলড্রেন'স ভিলেজ।

গ্রাফিক্স ও ডিজিটাল প্রোডাকশন : কালার মার্ক, ১০৬, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

জুন, ২০২৪

মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সারাদেশে কর্মজীবী পিতা-মাতার শিশুদের জন্য সুসংগঠিত কাঠামোর আওতায় দিবাকালীন শিশু পরিচর্যা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এজন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ প্রবর্তন করেছে যা একটি শক্তিশালী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুকে নিরাপদে ও আনন্দপূর্ণ পরিবেশে রাখার জন্য **"শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের নকশা ও কারিগরি নির্দেশিকা"** প্রণয়ন ও প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

নির্দেশিকাটিতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের স্থান, ভবন, ফ্লোর ও আয়তন নির্বাচনের মানদন্ড, কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সজ্জাসহ আসবাবপত্র, সরঞ্জাম ও উপকরণ নির্বাচনের মানদন্ড, সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষণীয় ও শিশু উপযোগী বিভিন্ন কর্ণার স্থাপন করে কেন্দ্র সাজানোর ধারণা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ নির্দেশিকাটি অনুসরণ করে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সজ্জা করা হলে কেন্দ্রের পরিবেশ শিশু বান্ধব, আরামদায়ক ও নিরাপদ হবে। এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষণীয় কর্ণারের উপকরণসমূহ শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়ক হবে। নির্দেশিকাটি ব্যবহার করে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনাকারী সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ স্থপতি, ডেভেলপার, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানসমূহ উপকৃত হবে বলে আশা করছি।

পরিশেষে, "২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের সহযোগিতায় "শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের নকশা ও কারিগরি নির্দেশিকা" টি প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করছি নির্দেশিকাটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রসমূহ দক্ষ এবং কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নির্দেশিকাটি প্রস্তুত ও প্রকাশনার কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে এই আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

নাজমা মোবারেক
সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ- মূল্যবান, যত্নশীল, সুরক্ষিত

প্রকল্প পরিচালকের কথা

"২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত কেন্দ্রসমূহের মূল লক্ষ্য হলো ৪ মাস থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের দিবাকালীন পরিচর্যা, শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করা এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করাসহ প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিত করা।

শিশুদের এসকল গুরুত্বপূর্ণ সেবা একত্রে প্রদান করতে গুণগত মানসম্পন্ন অবকাঠামোর বিকল্প নেই। এজন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির সমন্বয়ে উন্নতমানের শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে শিশুসেবা অবকাঠামোর মানদন্ডসমূহ নির্ধারণের মাধ্যমে দিবাযত্ন কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ শিশুবান্ধব ও আকর্ষণীয় করতে প্রকল্প পরিচালক অঙ্গীকারবদ্ধ।

গত কয়েক দশক ধরে শিশুর বিকাশে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তার একটি গভীর উপলব্ধি আবির্ভূত হয়েছে। স্নায়ুবিষয়ক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, শিশুর সামগ্রিক বিকাশ শুধু জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে না এটি পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বিভিন্ন উদ্দীপনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করাসহ শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা, শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সহায়ক একটি নিরাপদ, আরামদায়ক ও আনন্দপূর্ণ পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে ভবনের প্রযুক্তিগত তথ্যসহ কেন্দ্রের স্পেস পরিকল্পনার নকশা এবং অভ্যন্তরীণ সজ্জার ধারাবাহিক বর্ণনা সুচিন্তিতভাবে সুপারিশ করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে প্রকল্পের আওতায় "শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের নকশা ও কারিগরি নির্দেশিকা" তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

নির্দেশিকাটির খসড়া তৈরির সময় শিশুর সুরক্ষা, পরিপূর্ণ বৃদ্ধি ও সামগ্রিক বিকাশে দিবাযত্ন কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের যে ব্যাপক প্রভাব রয়েছে তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে পরামর্শ বা সুপারিশ প্রদানের জন্য সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের শিশু বিশেষজ্ঞ, স্থাপত্য অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং বুয়েট এর স্থাপত্য বিভাগের প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট আরো অংশীজনদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাদের পরামর্শ বা সুপারিশ ও গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের নকশা ও কারিগরি নির্দেশিকার জন্য কার্যকর মানদন্ডগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে।

আশা করা যায় নির্দেশিকাটির মানদন্ডগুলি অনুসরণ করে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের নকশা ও অভ্যন্তরীণ সজ্জা পরিকল্পনা করা হলে শিশুরা প্রস্তাবিত শিক্ষামূলক ১২টি কর্ণার থেকে জীবনমুখী সকল অভিজ্ঞতা অর্জন করবে যা তাদের আরো অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হিসেবে গড়ে তুলবে এবং নতুন কিছু শিখতে ও তার চারপাশকে জানতে সহায়তা করবে। পাশাপাশি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে পিতা-মাতা ও সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করবে। এছাড়া শিশু যত্নের স্পেস পরিকল্পনা, নির্মাণ এবং সংস্কারের সাথে জড়িত অংশীজনরা এই নির্দেশিকাটি ব্যবহার করে উপকৃত হবে।

পরিশেষে, যাঁরা গবেষণা করে এর বিভিন্ন বিষয়বস্তু নির্বাচন ও পর্যালোচনায় সহযোগিতা করেছেন এবং যাঁরা মতামত দিয়ে নির্দেশিকাটি চূড়ান্তকরণে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। নির্দেশিকাটি এমন ব্যক্তিদের সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার ফসল যাঁরা শুধু শিশু যত্নের প্রতি অনুরাগী নয় বরং ভালো মানের শিশু যত্নের পরিবেশ যে শিশুর বিকাশে অবদান রাখে তা স্বীকার করে ও সুপারিশ করে। এছাড়া নির্দেশিকাটি প্রস্তুত ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবার প্রতি রইল আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

নির্দেশিকাটি অনলাইনে প্রকাশিত হবে। সকলের সুবিধার্থে হার্ডকপিও সরবরাহ করা হবে।

শবনম মোস্তারী
যুগ্মসচিব ও প্রকল্প পরিচালক

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ- মূল্যবান, যত্নশীল, সুরক্ষিত

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ- মূল্যবান, যত্নশীল, সুরক্ষিত

বিষয়বস্তু		পৃষ্ঠা নং
১.	ভূমিকা	১
২.	ভিশন	২
৩.	মিশন	২
৪.	দর্শন	২
৫.	লক্ষ্য	২
৬.	উদ্দেশ্য	২
৭.	নির্দেশিকার গঠন	২
৮.	নির্দেশিকার ব্যবহার ও ব্যবহারকারী	২
৯.	প্রবিধান এবং মান	৩
প্রথম অংশ : শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত স্থান ও বাড়ি নির্বাচন		৩
১০	কেন্দ্রের স্থান নির্বাচনের মানদন্ড	৩
১১	কেন্দ্রের ভবন ও ফ্লোর নির্বাচনের মানদন্ড	৪
১২	কেন্দ্রের আয়তন নির্বাচনের মানদন্ড	৪
১৩	কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মানদন্ড	৪
দ্বিতীয় অংশ: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ স্পেস পরিকল্পনার প্রযুক্তিগত তথ্যসহ পরিপূরক নকশা		৫
১৪	কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ স্থান বা স্পেস পরিকল্পনা	৫
১৫	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের স্থান পরিকল্পনার হাত নকশা	৬
১৬	স্থাপত্য অধিদপ্তর দ্বারা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের ডিজাইনকৃত নমুনা চিত্র	৭
তৃতীয় অংশ : শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সজ্জার বর্ণনা, আসবাবপত্র, সরঞ্জাম ও উপকরণ নির্বাচন		৮
১৭	কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সজ্জার মানদন্ড	৮
১৮	কেন্দ্রের আসবাবপত্র নির্বাচনের মানদন্ড	৮
১৯	কেন্দ্রের সরঞ্জাম ও উপকরণসমূহ নির্বাচনের মানদন্ড	৯
২০	কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ প্রতিটি স্পেসের বর্ণনা	৯
২০.১	প্রবেশ অঞ্চল	৯
২০.২	অফিস কক্ষ	১০
২০.৩	ঘুমের কক্ষ বা স্থান	১১
২০.৪	রান্নাঘর	১১
২০.৫	খাবার পরিবেশনের স্থান	১২
২০.৬	স্টাফ কক্ষ	১২
২০.৭	টয়লেট ও ওয়াশরুম	১২
২০.৮	লন্ড্রিরুম	১৩
২০.৯	স্টোর রুম	১৩
২০.১০	বর্জ্য ব্যবস্থা	১৩
২০.১১	ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার	১৩
২০.১২	শিশুদের দৈনিক কার্যক্রমের কক্ষ	১৪
	২০.১২.১ প্রাকৃতিক কর্ণার	১৪
	২০.১২.২ ড্রামাটিক কর্ণার	১৫
	২০.১২.৩ মিউজিক্যাল কর্ণার	১৬
	২০.১২.৪ ফিজিক্যাল এক্টিভিটি কর্ণার	১৬
	২০.১২.৫ প্লে কর্ণার	১৭
	২০.১২.৬ লাইব্রেরি কর্ণার	১৮
	২০.১২.৭ ক্রিয়েটিভ আর্ট কর্ণার	১৯
	২০.১২.৮ ব্লক কর্ণার	২০
	২০.১২.৯ পারিবারিক ফটো কর্ণার	২১
	২০.১২.১০ বিনোদন কর্ণার	২১
২১	সংযোজন বা পরিবর্তন	২১
পরিশিষ্ট-'ক'	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলির অবকাঠামোগত মান মূল্যায়নের প্রশ্নমালা	২৩
পরিশিষ্ট-'খ'	নকশা প্রণয়নে	২৪
	তথ্যসূত্র	৩২

১. ভূমিকা

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি, ২০১৩ তে বলা হয়েছে শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও উদ্দীপনা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং বিকাশ সংক্রান্ত সেবা প্রদানের অবকাঠামো পুন:মূল্যায়নের মাধ্যমে তৈরী করা প্রয়োজন। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ ও জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১ তে বলা হয়েছে মায়ের দুধ শিশুর অধিকার। আর এ অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মস্থলে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার স্থাপন করতে হবে। সর্বশেষ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ এর ধারা ৭ (ছ) ও ১২ (৪) এ বলা হয়েছে প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে নির্ধারিত ভৌত অবকাঠামো থাকতে হবে। কিন্তু আইনের আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন না হওয়ায় অবকাঠামোর কোন মানদন্ড এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। এজন্য "২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে নতুন আঙ্গিকে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলি স্থাপন এবং বিদ্যমান কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য "শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের নকশা ও কারিগরি নির্দেশিকা" প্রণয়নের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রগুলির অবকাঠামো উন্নয়ন এবং শিশুবান্ধব অভ্যন্তরীণ সজ্জা ও পরিবেশ উন্নীতকরনের লক্ষ্যে তহবিল বরাদ্দ রাখা হয়েছে। একারণে ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অবকাঠামোগত মানের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ যেমন প্রতিটি কেন্দ্রের স্থান, আয়তন, মাতৃদুগ্ধ পান করানোর কক্ষ, শিশুবান্ধব শিক্ষণীয় পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সজ্জা, দৈনন্দিন কার্যক্রমের জন্য শিশুর বয়স গ্রুপ ও গ্রুপের আকার অনুযায়ী খেলাধুলার উপযোগী উন্মুক্ত জায়গা এবং শিশু ও পরিচর্যাকারীদের অনুপাত অনুযায়ী বিভিন্ন কক্ষের আয়তন ইত্যাদি বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত নির্দেশিকা থাকা প্রয়োজন। কারণ একটি উচ্চমানের শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অবকাঠামোগত দিকগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য শিশুর যত্ন ব্যবস্থার উল্লিখিত উপাদানগুলিকে একসাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

এ প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ এর উল্লেখযোগ্য ধারাসহ অন্যান্য নীতি ও সুপারিশের আলোকে একটি নির্দেশিকা তৈরি করার পূর্বে নয় সদস্যবিশিষ্ট একটি গবেষণা কমিটি দ্বারা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন, আয়তন নির্ধারণ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য উপকরণসহ অভ্যন্তরীণ সজ্জা কেমন হবে তা নিয়ে গবেষণা করা হয়। গবেষণার শুরুতে নির্দেশিকার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করার জন্য প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বর্ণিত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বাড়ি বা স্পেস নির্বাচনের উল্লিখিত মানদন্ড ব্যবহার করে একটি প্রশ্নমালা প্রস্তুত (পরিশিষ্ট-ক) করে সকল ডে-কেয়ার অফিসারের নিকট থেকে বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি উন্নত দেশের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফিনল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং অস্ট্রেলিয়া) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলির প্রাসঙ্গিক ডকুমেন্টস সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং অবকাঠামো পর্যালোচনা করার মাধ্যমে ভালো মানের কেন্দ্রগুলির বৈশিষ্ট্য সংগ্রহ করে তা রেফারেন্স হিসেবে এই নির্দেশিকা প্রণয়নে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বিদ্যমান শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেটিং বিশ্লেষণ করাসহ শিশুর অভিভাবকের নিকট থেকে মতামত, মন্তব্য ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলি দৈনন্দিন পরিচালনা করার মাধ্যমে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মীদের যে সকল প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে সেগুলি পর্যালোচনা করা হয়। পরবর্তীতে দেশীয় আইন ও অন্যান্য নীতির উল্লেখযোগ্য ধারা ও অনুচ্ছেদসমূহের আলোকে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের নকশা ও কারিগরি নির্দেশিকার একটি খসড়া নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয় যা স্থাপত্য অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং স্থাপত্য বিভাগ, বুয়েট এর সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ তিনজন কর্মকর্তা দ্বারা রিভিউ করার পর কর্মশালার মাধ্যমে অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত করা হয়।

নির্দেশিকাটিতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অবকাঠামোর নকশা ও প্রযুক্তিগত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া শিশু যত্নের স্থানগুলি যেন নিরাপদ, কার্যকরী, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত ও শিশুবান্ধব হয়, সবকিছু যেন শিশুদের নাগালের মধ্যে ও দৃশ্যমান থাকে এবং শিশুদের চোখ দিয়ে দেখে যেন ফ্লোরের নকশা করা হয়। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে অভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জার প্রতিটি অংশের জন্য প্রয়োজনীয় মানদন্ডগুলি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। একটি নতুন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন বা নির্মাণ বা বিদ্যমান কেন্দ্রের সংস্কার করার ক্ষেত্রে নির্দেশিকাটিতে বর্ণিত নকশা ও প্রযুক্তিগত তথ্য ব্যবহার করা যেতে পারে। শিশু ও কর্মীদের জন্য একটি স্থায়ী কার্যকরী স্থান ও পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে এই নকশাগুলির রূপরেখা গুরুত্বপূর্ণ যা ভবিষ্যৎ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনাকারী সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ স্থপতি, ডেভেলপার, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ নির্দেশিকাটি ব্যবহার করে উপকৃত হবে।

২. ভিশন

কর্মজীবী পরিবারের জন্য এমন ধরণের শিশু সেবা তৈরি করা যা স্বাস্থ্যকর শিশু বিকাশ ও পারিবারিক কল্যাণকে উৎসাহিত করে।

৩. মিশন

একটি সুপরিকল্পিত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন এবং পরিচালনার মাধ্যমে উচ্চ মানের প্রারম্ভিক শিশু শিক্ষা, শিশুর যত্ন এবং কর্মজীবী পিতা-মাতার কর্মস্থলে নিশ্চিন্তে কাজ করার সহায়তা প্রদানের সুযোগ করে দেওয়া।

৪. দর্শন

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "২০ টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প মানসম্মত দিবাকালীন শিশু পরিচর্যা প্রদান ও প্রচারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই মানসম্পন্ন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ক্রমাগত উন্নতির জন্য শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা হলো "শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের পরিবেশে একটি শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহনের সুযোগ শিশুটির বৃদ্ধি এবং বিকাশের মূল উপাদান"। এই দর্শনের ভিত্তিতে একটি পরিকল্পিত পাঠ্যক্রম তৈরি এবং কর্মীদের ক্রমাগত প্রশিক্ষণ ও প্রতিশ্রুতির সমন্বয়ের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের চাহিদাগুলি পূরণ ও উচ্চমানের শিশুসেবা প্রদান।

৫. লক্ষ্য

নিরাপদ, সুরক্ষিত ও আনন্দময় পরিবেশে শিশুর দিবাকালীন পরিচর্যা প্রদানের লক্ষ্যে উন্নতমানের শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন বা নির্মাণ।

৬. উদ্দেশ্য

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের সজ্জা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন শিশুরা বিস্মিত হয়, কৌতুহলী হয় এবং কেন্দ্রে আসার জন্য আগ্রহ বোধ করে। এছাড়াও সুনির্দিষ্টভাবে:

(ক) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত স্থান ও বাড়ি নির্বাচনের মানদন্ড নির্ধারণ;
(খ) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ স্পেস পরিকল্পনা ও নকশা করা;
(গ) আসবাবপত্র নির্বাচনের জন্য বিবেচনার বিষয়বস্তু নির্ধারণ;
(ঘ) শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, যত্ন ও শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করার জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জার পরিকল্পনা এবং সরঞ্জাম ও উপকরণ নির্বাচনের মানদন্ড নির্ধারণ।

৭. নির্দেশিকার গঠন

নির্দেশিকাটির মূল বিষয়বস্তু তিনটি অংশে বিভক্ত।

প্রথম অংশ : শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত স্থান ও বাড়ি নির্বাচনের মানদন্ড নির্ধারণ;
দ্বিতীয় অংশ : শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ পরিকল্পনার প্রযুক্তিগত তথ্য ও পরিপূরক নকশা চিত্রিত করা;
তৃতীয় অংশ : শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সরঞ্জাম ও উপকরণ নির্বাচনের মানদন্ড নির্ধারণ ও প্রযুক্তিগত তথ্য এবং পরিপূরক একটি নকশা।

৮. নির্দেশিকার ব্যবহার ও ব্যবহারকারী

এই নির্দেশিকাটি অন্যান্য প্রযোজ্য প্রবিধান এবং মানগুলির সাথে একত্রে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে।

ব্যবহার

(ক) নতুন প্রকল্প প্রণয়ন, নতুন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের নকশা বা নির্মাণ অথবা বিদ্যমান কেন্দ্র পুনর্বিন্যাস করা:

(খ) কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে এবং কেন্দ্রের কর্মীদেরকে অনুপ্রাণিত করে এমন কার্যকরী স্থান নকশা করা;
(গ) নির্দেশিকায় বর্ণিত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুদের অংশগ্রহণ ও শেখার সুযোগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের টেকসই নকশার রূপরেখা প্রদান;
(ঘ) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ এর আওতায় বিধি প্রণয়ন।

ব্যবহারকারী

উন্নত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের পারফর্মেন্সের মানদন্ড পূরণ করে এমন কিছু অবকাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ দেওয়ার মাধ্যমে নির্দেশিকাটি ব্যাপক মানুষের দ্বারা ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা সাধারণ মানুষের পাশাপাশি নীতি নির্ধারক ও পেশাদারদের কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়। ব্যবহারকারীরা হতে পারে:

(ক) গবেষক ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান;
(খ) ডেভেলপার ও স্থপতি;
(গ) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান/ এজেন্সি যেমন- ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, শিল্প কারখানা, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি;
(ঘ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, শিশু একাডেমী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনাকারী স্কুল কর্তৃপক্ষ।

৯. প্রবিধান এবং মান

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের স্থান ও ভবন নির্বাচন এবং অভ্যন্তরীণ পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে এমন কিছু প্রবিধান এবং মানগুলির একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো:

(ক) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১;
(খ) বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড, ২০২০;
(গ) শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি, ২০১৩;
(ঘ) শিশু আইন, ২০১৩;
(ঙ) জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১;
(চ) জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১০;
(ছ) শিশুর অধিকার সনদ, ১৯৮৯।

প্রথম অংশ : শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত স্থান ও বাড়ি নির্বাচন

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের জন্য সচেতনভাবে ভবন নির্বাচন করা প্রয়োজন। কেন্দ্রের অবস্থান, কেন্দ্রের আয়তন, ভবনের প্রয়োজনীয় চাহিদাসমূহ, নিরাপত্তা ও প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং কক্ষ বিন্যাসের পরিকল্পনা এই পাঁচটি বিষয় বিবেচনায় রেখে কেন্দ্রের স্থান ও ভবন নির্বাচনের মানদন্ড নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই অংশের উদ্দেশ্য হলো শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের জন্য স্থান ও ভবন নির্বাচন সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়া।

১০. কেন্দ্রের স্থান নির্বাচনের মানদন্ড

নিম্নোক্ত মানদন্ড পূরণ সাপেক্ষে কেন্দ্রের জন্য স্থান নির্বাচন করতে হবে:

(ক) কেন্দ্রটি কর্মজীবী পিতামাতার নাগালের মধ্যে রাখার জন্য অফিস পাড়া বা এলাকায় অবস্থিত হতে হবে;
(খ) কেন্দ্রে শিশু আনা নেওয়ার জন্য নির্ধারিত এলাকার সাথে যোগাযোগের সুব্যবস্থা থাকতে হবে;
(গ) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত এলাকাটিতে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকতে হবে;
(ঘ) শিশুদের পার্কে নেওয়ার জন্য নির্ধারিত এলাকায় মাঠ বা উদ্যান থাকতে হবে।

১১. কেন্দ্রের ভবন ও ফ্লোর নির্বাচনের মানদন্ড

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের জন্য ভবন ও ফ্লোর নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য মানদন্ডগুলি নিম্নরূপ:

(ক) ভবনটি রাজউকের অনুমোদন থাকতে হবে;
(খ) ভৌত অবকাঠামো পাকা হতে হবে;
(গ) শিশুর বয়স, সেবার ধরণ ও আসন সংখ্যা অনুযায়ী কেন্দ্রের আয়তন নির্ধারণ করতে হবে;
(ঘ) ভবনের সামনে ন্যূনতম ২০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা থাকতে হবে;
(ঙ) ভবনের ১ম অথবা ২য় তলায় স্পেস বরাদ্দ নিতে হবে। যদি ১ম বা ২য় তলায় কাঙ্খিত স্পেস না পাওয়া যায় তাহলে পরবর্তী ফ্লোরের জন্য সার্বক্ষণিক ডেডিকেটেড লিফট এর ব্যবস্থা থাকতে হবে;
(চ) লিফট না থাকলে সর্বোচ্চ ৪র্থ তলা এবং লিফট থাকলে সর্বোচ্চ ৭ম তলায় কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে;
(ছ) কেন্দ্রের জন্য নতুন ভবন নির্বাচন করতে হবে এবং ভবনটিতে প্রয়োজনীয় ধারণক্ষমতাসম্পন্ন লিফট ও গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা থাকতে হবে;
(জ) কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ, গ্যাস, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকতে হবে;
(ঝ) বারান্দা থাকতে হবে এবং সিঁড়ি ও দরজা প্রশস্ত হতে হবে। বারান্দা ও সিঁড়ি রেলিং দ্বারা সুরক্ষিত থাকতে হবে;
(ঞ) ফ্লোর, সিলিং ও দেয়াল আর্দ্রতা প্রতিরোধী হতে হবে; দেয়াল শুষ্ক ও সহজেই ধূলিকণামুক্ত এবং দাগহীন রাখা যায় এমন হতে হবে, দেয়ালের কর্ণারগুলি ও মেঝে মসৃণ হতে হবে;
(ট) মেঝে ভেজা অবস্থায় যেন পিচ্ছিল না হয় ও সহজেই পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করা যায় এমন হতে হবে;
(ঠ) পর্যাপ্ত জানালা থাকতে হবে এবং দরজা-জানালাসমূহ সহজেই পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করা যায় এমন হতে হবে;
(ড) তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত এসি ও জেনারেটরের ব্যবস্থা থাকতে হবে;
(ঢ) প্রয়োজনীয় পরিমাণ লাইট ও ফ্যানের সকেট পয়েন্টসহ বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক আউটলেট থাকতে হবে;
(ণ) শিশু ও কর্মচারীদের জন্য পর্যাপ্ত টয়লেট এর ব্যবস্থা থাকতে হবে;
(ত) কেন্দ্রের বর্জ্য অপসারণের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে;
(থ) সিটিজেন চার্টার কেন্দ্রের বাহিরে দৃশ্যমান রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে;
(দ) পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে;
(ধ) কেন্দ্রে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে;
(ন) ভবনের দৃশ্যমান স্থানে সাইনবোর্ড টানানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে সহজে সকলের নজরে আসে এবং সাইনবোর্ডে কেন্দ্রের নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম, যোগাযোগের ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকতে হবে;
(প) ভবনটি বিএনবিসি অনুযায়ী ভূমিকম্প সহনীয় হতে হবে;
(ফ) অগ্নিকান্ড বিবেচনায় নিরাপদ নির্গমন পথ থাকতে হবে;
(ব) বিকল্প বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা যেমন আইপিএস, জেনারেটর থাকতে হবে;
(ভ) বৈদ্যুতিক আউটলেটগুলি নিরাপদ রাখতে হবে।

১২. কেন্দ্রের আয়তন নির্বাচনের মানদন্ড

প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের আসন সংখ্যা অনুযায়ী ৬০ জন শিশুকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিচর্যাকর্মী দ্বারা দিবাকালীন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি শিশুর জন্য গড়ে ৭০ থেকে ১০০ বর্গফুট জায়গা নিশ্চিতপূর্বক কেন্দ্রের আয়তন সর্বনিম্ন ৪০০০ - ৬০০০ বর্গফুট হতে হবে। তবে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের বিভিন্ন শ্রেণি, আসন সংখ্যা ও সেবার ব্যাপ্তি অনুযায়ী কেন্দ্রের আয়তন কম-বেশি হতে পারে। অভ্যন্তরীণ সজ্জা বিন্যাস শিশু উপযোগী ও আকর্ষণীয় করার জন্য কেন্দ্রটির আয়তন আয়তাকার হলে ভালো হয়।

১৩. কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মানদন্ড

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিতের জন্য নিম্নলিখিত সম্ভাব্য মানদন্ডগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে:

(ক) কেন্দ্রে প্রবেশ ও প্রস্থান নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা থাকতে হবে;
(খ) কেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য কলাপসিবল গেইট থাকতে হবে;
(গ) কেন্দ্রটি নিরাপদ এবং সবার জন্য স্বাগতপূর্ণ হতে হবে;
(ঘ) জনসাধারণের জন্য একটি প্রবেশদ্বার থাকবে;
(ঙ) প্রবেশ অঞ্চলে নোটিশ বোর্ড ও ডাক বক্স রাখার জায়গা থাকতে হবে;
(চ) প্রবেশ ও প্রস্থানের জায়গায় পর্যাপ্ত লাইটের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

দ্বিতীয় অংশ : শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ স্পেস পরিকল্পনার প্রযুক্তিগত তথ্যসহ পরিপূরক নকশা

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সজ্জা সাবধানে ও পরিকল্পিত উপায়ে করা প্রয়োজন। অভ্যন্তরীণ সজ্জার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন প্রারম্ভিক শিক্ষার ইতিবাচক পরিবেশ প্রদান করতে হবে অন্যদিকে শিশু ব্যবস্থাপনাসহ অফিস পরিচালনা করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। কাজেই শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ স্থানটি অবশ্যই নিম্নলিখিত মানদন্ডের ভিত্তিতে করতে হবে।

১৪. কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ স্থান বা স্পেস পরিকল্পনা

কেন্দ্রের বাহিরে ও অভ্যন্তরে সার্বিক বিষয় পর্যবেক্ষণের জন্য সিসিটিভির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ স্থানটি বিভিন্ন কক্ষ বা এলাকা দ্বারা পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। কারণ দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর ঘুম, খাওয়া, খেলাধুলাসহ অফিস পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত স্থানসমূহ অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

(ক) একটি প্রধান অফিস কক্ষ থাকতে হবে ও অফিস কক্ষ এমন স্থানে নির্ধারণ করতে হবে যেন সেখান থেকে সহজেই কেন্দ্রের সকল কার্যক্রম তদারকি করা যায় এবং ২ জন অভিভাবক বা স্টাফের সাথে সভা করার মত জায়গা থাকে;
(খ) দ্বিতীয় অফিস কক্ষ থাকতে হবে যেখানে শিক্ষক ও স্বাস্থ্য-শিক্ষক শিশু ভর্তির সকল কার্যক্রম গ্রহণ করবে;
(গ) প্রবেশদ্বারে নিরাপত্তা প্রহরীদের বসার উপযুক্ত কক্ষ বা জায়গা থাকতে হবে;
(ঘ) অফিস সরঞ্জাম, বিছানাপত্র এবং খেলনা ও ইনডোর খেলনাসামগ্রী রাখার জন্য স্টোরেজ কক্ষ থাকতে হবে;
(ঙ) শুকনো খাবার রাখার জন্য স্টোর রুম থাকতে হবে;
(চ) সরবরাহকৃত চিকিৎসা সামগ্রী, পরিষ্কারের উপকরণ ও সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও অন্যান্য বিপদজ্জনক পদার্থের জন্য আলাদা আলাদা স্টোরেজ থাকতে হবে;
(ছ) কেন্দ্রে শিশু উপযোগী সমতল, প্রশস্ত, আলোকিত ও আকর্ষণীয় প্রবেশ পথ থাকতে হবে;
(জ) কর্মীদের বিশ্রামাগার বা স্টাফ কক্ষ থাকতে হবে;
(ঝ) অভিভাবক সভাকক্ষ ও অপেক্ষমান কক্ষ থাকতে হবে;
(ঞ) ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার ও শিশুর পোশাক পরিবর্তনের জায়গা থাকতে হবে;
(ট) শিশুর জন্য ৪টি বয়সভিত্তিক গ্রুপ যেমন- প্রারম্ভিক উদ্দীপনা পর্যায়, প্রাক-প্রারম্ভিক শিখন পর্যায়, প্রারম্ভিক শিখন পর্যায়, প্রাক-প্রাথমিক স্কুল পর্যায় এর ভিত্তিতে পড়া, খাওয়া, খেলাধুলা, বিনোদনের আলাদা আলাদা ব্যবস্থা থাকতে হবে;
(ঠ) শিশুদের ইনডোর গেমসের জন্য কমপক্ষে ৮০০-১০০০ বর্গফুট উন্মুক্ত জায়গা থাকতে হবে। এই স্পেসটিতে প্রাকৃতিক কর্ণার, ড্রামাটিক কর্ণার, মিউজিক্যাল কর্ণার, ফিজিক্যাল এক্টিভিটি কর্ণার, প্লে কর্ণার, লাইব্রেরি কর্ণার, ক্রিয়েটিভ আর্ট কর্ণার, ব্লক কর্ণার, পারিবারিক ফটো কর্ণার, ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার, ঘুমের কর্ণার এবং বিনোদন কর্ণারে সাজাতে হবে;
(ড) শিশুদের নিরিবিলি ঘুমানোর কক্ষ থাকতে হবে;
(ঢ) শিশুর ব্যবহার উপযোগী টয়লেট ও বেসিন থাকতে হবে;
(ণ) শিশুদের পোশাক ও বিছানাপত্র লন্ড্রি ও শুকানোর জায়গা থাকতে হবে;
(ত) শিশু খাদ্য প্রস্তুতের জায়গা, খাদ্য প্রস্তুতের জন্য কাউন্টার টপ, সিঙ্ক এবং গ্যাস বার্নারসহ স্বাস্থ্যকর রান্নাঘর, খাবার পরিবেশনের স্থান ও পানির সুব্যবস্থা থাকতে হবে;
(থ) শিশুর প্রয়োজনীয় সামগ্রি রাখার জন্য শিশুর নাম ও ছবি সম্বলিত বক্স থাকতে হবে।

১৫. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের স্থান পরিকল্পনার হাত নকশা

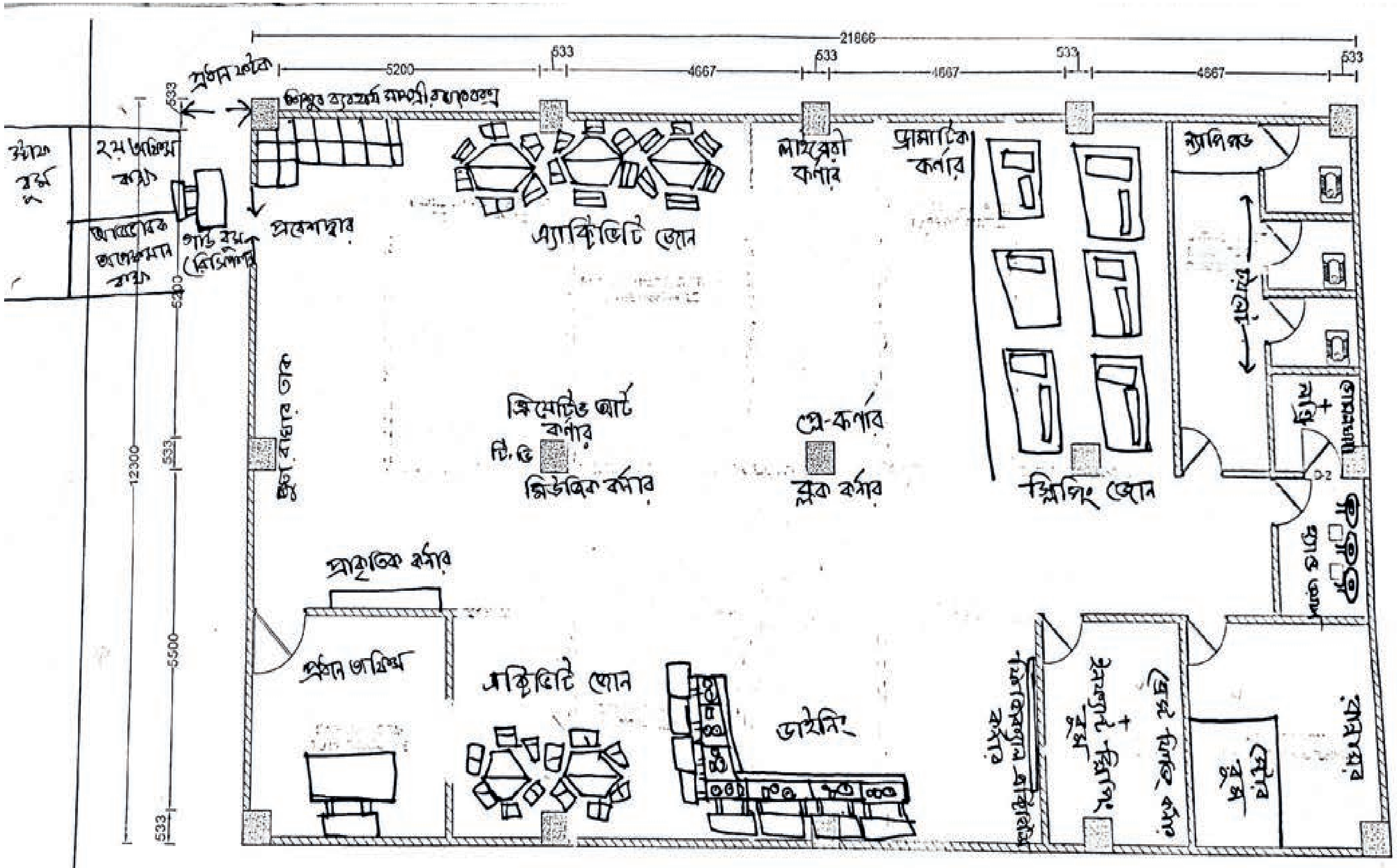

চিত্র: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এর নকশা

১৬. স্থাপত্য অধিদপ্তর দ্বারা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের ডিজাইনকৃত নমুনা চিত্র

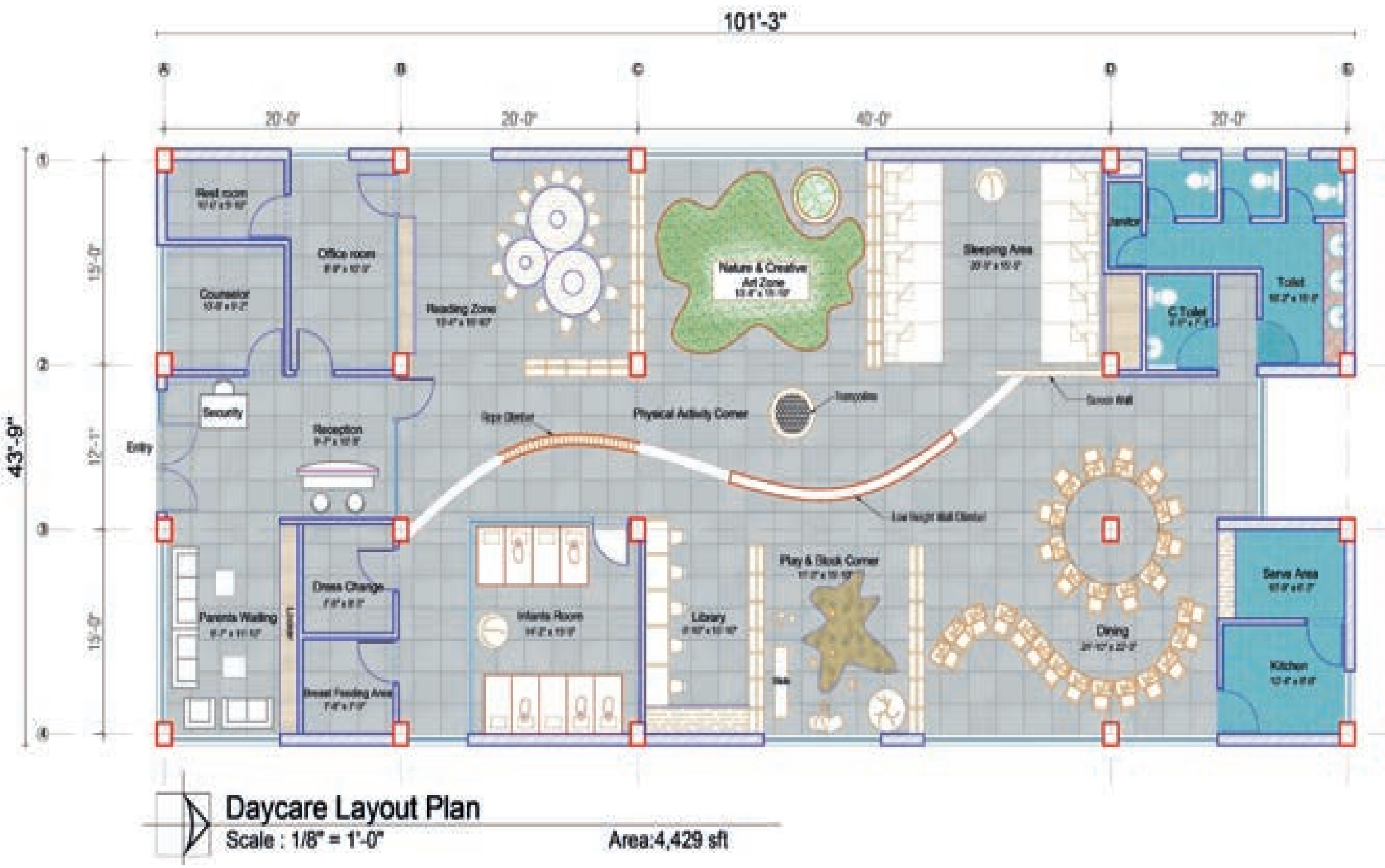

চিত্র: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের বিন্যাস পরিকল্পনার মানচিত্র

তৃতীয় অংশ : শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সজ্জার বর্ণনা আসবাবপত্র, সরঞ্জাম ও উপকরণ নির্বাচন

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সরঞ্জাম ও উপকরণসমূহ এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন তা শিশুর শিক্ষা কার্যক্রম ও দৈনিক রুটিনের সহায়ক হয়। একটি সুন্দর, আনন্দদায়ক ও অনন্য শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা কেবল দামি সরঞ্জাম এবং উপকরণসমূহ ক্রয়ের মাধ্যমেই নয় বরং উপকরণসমূহের পুনর্বিন্যাস, সহজলভ্য করা এবং নতুন উপায়ে ব্যবহারের মাধ্যমেও করা যায়। এই অংশের উদ্দেশ্য হলো একটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও উপকরণ নির্বাচনের মানদন্ড প্রদান এবং কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সজ্জার প্রতিটি অংশের কিছু ধারণার চিত্র তুলে ধরা।

১৭. কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সজ্জার মানদন্ডঃ

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সজ্জা নির্বাচনের সম্ভাব্য মানদন্ডগুলি নিম্নরূপ:

(ক) অভ্যন্তরীণ সজ্জা এমন হতে হবে যেন শিশু পারিবারিক পরিবেশ অনুভব করতে পারে;
(খ) অভ্যন্তরীণ সজ্জার গঠন বিন্যাস শিশু উপযোগী হতে হবে যেন তা শিশুর চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে;
(গ) অভ্যন্তরীণ সজ্জা বিভিন্ন রঙ ও বৈশিষ্ট্যের হতে হবে যেন এটি শিশুর পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে উজ্জীবিত করে;
(ঘ) অভ্যন্তরীণ সজ্জার আইটেমগুলি এমন বৈশিষ্ট্যের হতে হবে যা শিশুকে কল্পনার জগতে বিচরণ করতে শেখায়;
(ঙ) অভ্যন্তরীণ সজ্জা এমনভাবে সাজাতে হবে যেন একটি নির্দিষ্ট স্থান শিশুর বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জনে ব্যবহৃত হয়। যেমন- টিভির সামনে কার্পেট বিছানো থাকলে শিশু বসে টিভি দেখতে পারে কিংবা প্রয়োজনে খেলনা দিয়ে একাকী বা দলগতভাবে বসে খেলতে বা গল্প করতে পারে;
(চ) অভ্যন্তরীণ সজ্জার আসবাবপত্র, সরঞ্জাম ও উপকরণ এমন হতে হবে যেন শিশুরা একাকী বা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে খেলতে আকর্ষণবোধ করে;
(ছ) অভ্যন্তরীণ সজ্জা শিশুর সামাজিক ও মানসিক বিকাশসহ শিক্ষা প্রসারে সহায়ক হতে হবে।

১৮. কেন্দ্রের আসবাবপত্র নির্বাচনের মানদন্ডঃ

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের আসবাবপত্র নির্বাচনের সম্ভাব্য মানদন্ডগুলি নিম্নরূপ:

(ক) আসবাবপত্রের কাঠ ও প্লাইউড পানি প্রতিরোধী হতে হবে;
(খ) আসবাবপত্রগুলি মসৃণ ও কোনাগুলি অবশ্যই বৃত্তাকার হতে হবে যেন শিশুরা আঘাত না পায়;
(গ) বিভিন্ন রঙ ও আকারের আসবাবপত্র থাকতে হবে যেন শিশুরা উৎসাহী হয়;
(ঘ) আসবাবপত্রের উচ্চতা কম হতে হবে যাতে যে কোন অবস্থা থেকে শিশুদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং শিশুরা তাদের প্রয়োজনীয় ও পছন্দের জিনিস যেন হাতের নাগালে পায়;
(ঙ) উঁচু আসবাবপত্রসমূহ দেয়ালের সাথে আটকানো থাকতে হবে, যাতে ভূমিকম্পের সময় শিশুরা দূর্ঘটনার শিকার না হয়।

চিত্র: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের খাবার টেবিল ও চেয়ার

চিত্র: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের পড়ার টেবিল ও চেয়ার

১৯. কেন্দ্রের সরঞ্জাম ও উপকরণসমূহ নির্বাচনের মানদন্ডঃ

সরঞ্জাম : দীর্ঘমেয়াদী টেকসই বড় বা ছোট উভয় ধরণের আইটেমগুলি হলো সরঞ্জাম।

উপকরণ : নিয়মিত ব্যবহার্য সামগ্রী যা প্রয়োজনে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব তা হলো উপকরণ।

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সরঞ্জাম ও উপকরণ নির্বাচনের সম্ভাব্য মানদন্ডগুলি নিম্নরূপ:

(ক) শিশুরা যেন তার নিজের পছন্দ অনুযায়ী বস্তু ও উপকরণ দিয়ে খেলতে পারে সে ধরনের খেলনা ও শিক্ষা সামগ্রী নির্ধারণ করা;
(খ) শিশুর কল্পনাশক্তি ও জ্ঞানীয় দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে এমন খেলনা সামগ্রী নির্বাচন করতে হবে;
(গ) শিশুর শারিরীক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটাতে পারে এমন খেলনা সামগ্রী নির্বাচন করা;
(ঘ) বয়স গ্রুপের বিভিন্ন স্তর ও উচ্চতা অনুযায়ী শিক্ষণীয় কর্ণারের জন্য সহজলভ্য, নমনীয়, আকর্ষণীয় খেলনা সামগ্রী নির্বাচন করতে হবে;
(ঙ) শিশুর মধ্যে বিস্ময়, সংবেদনশীল, কৌতুহল ও বাস্তববাদী চেতনা জাগ্রত হয় এমন সরঞ্জাম ও উপকরণ থাকতে হবে।

২০. কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ প্রতিটি স্পেসের বর্ণনা

কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অংশের মধ্যে এমনভাবে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে যেন প্রতিটি অংশের মধ্যে একটি আন্তঃসংযোগের অনুভূতি বাড়ায়। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সজ্জা পরিকল্পিত উপায়ে নকশা করতে এবং বিভিন্ন সরঞ্জাম, কাঠামো ও বস্তু এমনভাবে পছন্দ করতে হবে যা শিশুদেরকে সমস্যা সমাধান, আবিষ্কার, অনুসন্ধানে উদ্যোগী করবে। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে এমন একটি আকর্ষণীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেন শিশুরা কেন্দ্রে আসার জন্য বিস্ময়বোধ করে, কৌতুহলী হয় এবং কেন্দ্রে সময় কাটাতে আগ্রহী হয়।

২০.১ প্রবেশ অঞ্চল

প্রবেশ অঞ্চল দিবাযত্ন কেন্দ্রের পরিচয় বহন করে। শিশুর জন্য আনন্দদায়ক, নিরাপদ, সহজে প্রবেশযোগ্য এবং অভ্যর্থনাপূর্ণ প্রবেশ অঞ্চল থাকতে হবে। প্রবেশ অঞ্চলের মানদন্ডগুলি নিম্নরূপ হতে হবে:

(ক) প্রাকৃতিক আলো ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে;
(খ) দিবাযত্ন কেন্দ্রে আসার জন্য শিশুরা যেন আকর্ষণ বোধ করে ও কৌতুহলী হয় এরকম প্রবেশ অঞ্চল তৈরি করতে হবে। যেমন-ক্রিয়েটিভ আর্ট বা শিশুদের আঁকা ছবি দিয়ে প্রবেশ অঞ্চলকে আকর্ষণীয় করতে হবে;
(গ) প্রবেশ অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকতে হবে যেন সবাই ইচ্ছেমত প্রবেশ করতে না পারে;
(ঘ) শিশুর অনুভূতি তৈরিতে সহায়ক ও সামাজিকীকরণে উদ্বুদ্ধ করে এমন প্রবেশ অঞ্চল তৈরি করতে হবে যেমন- প্রবেশ অঞ্চলে বিভিন্ন স্বাগতপূর্ণ চিহ্ন বা প্রতীকের ছবি রাখা;
(ঙ) কেন্দ্রে প্রবেশ পথের দৃশ্যমান স্থানে নোটিশ বোর্ড, সিটিজেন চার্টার, দৈনন্দিন রুটিন ইত্যাদি থাকতে হবে;
(চ) কেন্দ্রের প্রবেশদ্বারে শিশুদের জন্য জুতা রাখার শেলফ/তাক রাখা থাকবে যেখানে শিশুরা তাদের বাহিরের জুতা খুলে সুসজ্জিত করে গুছিয়ে রাখবে;
(ছ) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশের শুরুতেই ডান অথবা বাম দেওয়াল ঘেঁষে শিশুদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রাখার জন্য আলাদা আলাদা বক্স থাকতে হবে। শিশুদের ইউনিফর্মসহ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসপত্র এই বক্সে গুছিয়ে রাখা থাকবে। বক্সগুলি অবশ্যই কাঠের তৈরি হতে হবে এবং প্রতিটি বক্স শিশুদের নাম ও ছবি দ্বারা লেভেল করা থাকবে।

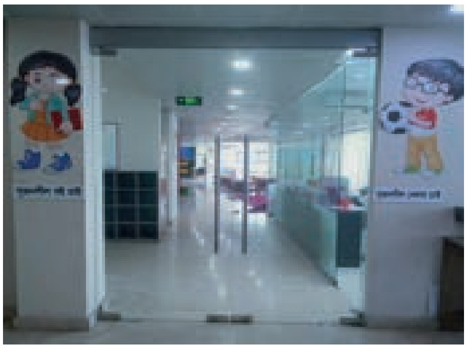

চিত্র: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, সড়ক ভবন এর প্রবেশ অঞ্চল

চিত্র: শিশুদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রাখার বক্স

২০.২ অফিস কক্ষ

অফিস কক্ষের স্থান পরিকল্পনা এমন হতে হবে যেন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সকল কার্যক্রম অফিস কক্ষ থেকে পর্যবেক্ষণ করা যায়। কেন্দ্রের যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে ডে-কেয়ার অফিসারের জন্য একটি অফিস কক্ষ থাকতে হবে। অফিস কক্ষের পাশেই শিক্ষক ও স্বাস্থ্য-শিক্ষকদের জন্য দ্বিতীয় অফিস কক্ষ থাকতে হবে। কোন কেন্দ্রের আয়তন কম হলে একই কক্ষে ডে-কেয়ার অফিসার ও শিক্ষকদ্বয়ের জন্য অফিস পরিচালনার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। অফিস কক্ষের সাইজ এমন হতে হবে যেন ২ জন অভিভাবক বা স্টাফের সাথে সভা করা যায় এবং প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জাম ও উপকরণ রাখা যায়।

অফিস কক্ষের সরঞ্জাম ও উপকরণগুলি হলো:

১. জনবলের জন্য পর্যাপ্ত টেবিল ও চেয়ার;
২. ঘড়ি ও ফ্যান;
৩. আলমারি, কেবিনেট, শোকেস;
৪. পর্দা, টর্চলাইট, অ্যালবাম;
৫. বিভিন্ন উপকরণ ও সরঞ্জাম প্রদর্শনের জন্য নিচু শেলফ বা তাক;
৬. স্পীকার, আইপিএস;
৭. কম্পিউটার, প্রিন্টার, টেলিফোন, সিসি ক্যামেরার মনিটর, স্ক্যানার, ইন্টারনেট সংযোগ;
৮. স্ট্যাপলার, পেপার ক্লিপ, ইলাস্টিক ব্যান্ড;
৯. ফার্স্ট এইড বক্স;
১০. ছোট ক্লিপ বোর্ড, পকেট চার্ট, টিস্যু পেপার, তথ্যবহুল ব্রুশিয়ার ও বিভিন্ন ধরণের ফাইল, স্ট্যাম প্যাড, খাম, বিভিন্ন আকারের কাগজের প্যাড ইত্যাদি।

চিত্র: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ভূমি ভবন এর অফিস কক্ষ

চিত্র: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, গোপালগঞ্জ এর অফিস কক্ষ

২০.৩ ঘুমের কক্ষ বা স্থান

দিবাযত্ন কেন্দ্রের শারীরিক কার্যক্রমের রুটিন অনুযায়ী শিশুদের দৈনিক ঘুম ও বিশ্রাম প্রয়োজন। পর্যাপ্ত ঘুম শিশুর মানসিক বিকাশে সহায়তা করে। যে শিশুরা দিনের বেলায় ঘুমায় না তাদের ঘুমের চক্র সম্পূর্ণ হয়না ফলে তারা মানসিক চাপ ও উদ্বেগ অনুভব করে এবং তাদের জ্ঞান আহরণের দক্ষতা কমে যায়। কাজেই রাস্তার,ট্রাফিক, পার্কিং লট, খেলার মাঠ, যান্ত্রিক সরঞ্জাম ইত্যাদি বাহ্যিক শব্দ যেন শিশুর ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটায় এসব দিক বিবেচনায় রেখে ঘুমের কক্ষ বা ঘুমের স্থান আরামদায়ক ও নিরিবিলি পরিবেশে সাজাতে হবে। প্রারম্ভিক উদ্দীপনা পর্যায়, প্রাক-প্রারম্ভিক শিখন পর্যায়, প্রারম্ভিক শিখন পর্যায় ও প্রাক-প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ের শিশুদের আলাদা আলাদা ঘুমের কক্ষ থাকতে হবে। যদি আলাদা আলাদা কক্ষ না থাকে তবে ঘুমের স্থানের জন্য পর্যাপ্ত আয়তনের জায়গা বরাদ্দ থাকতে হবে। ঘুমের কক্ষ বা স্থানে নরম ও নিচু বিছানা থাকতে হবে যাতে কোন শিশু পড়ে আহত না হয়। ঘুমের পরিবেশ তৈরি করতে কক্ষের দেওয়াল জুড়ে রাতের আকাশের চিত্র যেমন- চাঁদ, তারা ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে। ঘুমানোর জায়গাটি আরামদায়ক তাপমাত্রায় রাখতে হবে। ঘুমের স্থানে যেন সূর্যের আলো ও তাপমাত্রা প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য জানালায় পর্দা থাকতে হবে। ঘুমের স্থানটি মশাসহ অন্যান্য কীটপতঙ্গমুক্ত রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এছাড়া ছোট শিশুদের বেবিকট রাখার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকতে হবে। খেলার কক্ষের সাথে ঘুমের কক্ষের সরাসরি সংযোগ থাকতে হবে যেন শিশুরা খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় গিয়ে আরাম করতে পারে।

ঘুমের কক্ষের সরঞ্জাম ও উপকরণগুলি হলো:

১. নীচু খাট, বেবি কট;
২. বিছানাপত্র: বিছানার চাদর, মাথা ও কোল বালিশ, মাথা ও কোল বালিশের কভার, ম্যাট্রেস, তোশক, কাঁথা, কম্বল, মশারী, বেড রেক্সিন;
৩. পর্দা, সিলিং ফ্যান, ওয়াল ফ্যান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
৪. ঘুমের সহায়ক বিভিন্ন ধরণের দেয়াল চিত্র।

চিত্র: শিশুদের বিশ্রাম ও ঘুমের স্থান

২০.৪ রান্নাঘর

শিশুদের জন্য নিরাপদ ও পরিষ্কার পরিবেশে খাবার প্রস্তুত করার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে দিবাযত্ন কেন্দ্রে ভেন্টিলেটর ও এক্সস্ট ফ্যানসহ একটি সুন্দর রান্নাঘর থাকতে হবে। রান্নাঘরে প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাখার মত পর্যাপ্ত জায়গা থাকতে হবে। এছাড়া বাসনপত্র রাখার জন্য মিটশেলফ ও অন্যান্য বস্তু রাখার জন্য ওয়াল কেবিনেট থাকতে হবে। রান্নাঘরে গ্যাসের চুলা এমনভাবে রাখতে হবে যেন তা শিশুদের নাগালের বাহিরে থাকে। রান্নাঘরের সকল দেয়াল, মেঝে ও কাউন্টার টপ জীবাণুমুক্ত রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

রান্নাঘরের সরঞ্জাম ও উপকরণগুলি হলো:

১. কিচেন টপের নিচে ও উপরে ড্রয়ারসহ কাঠের কিচেন কেবিনেট ও শেলফ;
২. কিচেন হুড ও এক্সস্ট ফ্যান;
৩. ফ্রিজ, ওভেন ও ব্লেন্ডার;
৪. ইলেক্ট্রিক বার্নার, গ্যাসের চুলা ও সিলিন্ডার;
৫. রান্নার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও ক্রোকারিজ;
৬. ফুড সিঙ্ক ও হাড়ি-পাতিল ধোয়ার সিঙ্ক;
৭. ডিশ ওয়াশিং সামগ্রী;

চিত্র: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ভূমি ভবন এর রান্নাঘর

৮. বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণ করার জন্য ছোট পাত্র বা ঝুড়ি;
৯. ডিজিটাল ওয়েট মেশিন;
১০. ঢাকনাযুক্ত ময়লার ঝুড়ি বা বিন।

২০.৫ খাবার পরিবেশনের স্থান

কেন্দ্রে শিশুদের খাবার পরিবেশনের জন্য রান্নাঘরের সাথে খাবার পরিবেশনের স্থান থাকতে হবে যেখানে বসে শিশুরা সবাই মিলে-মিশে স্বাচ্ছন্দ্যে খাবার খেতে পারবে। শিশু উপযোগী টেবিল ও চেয়ার দিয়ে খাবার পরিবেশনের স্থানটি এমনভাবে সাজাতে হবে যেন শিশুরা খাবার খেতে আগ্রহবোধ করে। খাবার পূর্বে ও পরে সহজে হাত ধোয়ার জন্য শিশু উপযোগী বেসিন (আনুমানিক ২০ ইঞ্চি উচ্চতা) এবং বেসিনে হ্যান্ডওয়াশ রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

নিরাপদ খাবার পরিবেশনের স্থান এর সরঞ্জাম ও উপকরণসমূহ:

১. শিশু উপযোগী নিচু চেয়ার ও টেবিল;
২. খাবার রাখার নিরাপদ শেলফ;
৩. শিশু উপযোগী বেসিন;
৪. হ্যান্ডওয়াশ;
৫. শিশুদের ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক প্লেট, হাফ প্লেট, বাটি, জগ, গ্লাস, চামচ ইত্যাদিসহ খাবার পরিবেশনের অন্যান্য ক্রোকারিজ সামগ্রী;
৬. আবর্জনা রাখার ঢাকনাযুক্ত ঝুড়ি বা বিন।

চিত্র: শিশু উপযোগী বেসিন এবং খাবার টেবিল ও চেয়ার

২০.৬ স্টাফ কক্ষ

স্পেস ও বাজেট বরাদ্দ থাকলে কেন্দ্রে কর্ম বিরতির সময় সাময়িক বিশ্রাম, দুপুরের খাবার খাওয়া এবং ইউনিফর্ম পরিবর্তনসহ নামাযের সুবিধা প্রদানের জন্য একটি স্টাফ কক্ষ থাকতে পারে। এছাড়া কক্ষটিতে কর্মীরা তাদের নিজস্ব জিনিসপত্র সংরক্ষণ করতে পারবে। এই কক্ষে স্টোরেজ বক্স বা র‍্যাক বা ছোট ক্লোজেট থাকতে পারে।

এই কক্ষের অন্যান্য সরঞ্জাম ও উপকরণসমূহ হলো:

১. টেবিল ও চেয়ার;
২. ছোট বিছানা ও বালিশ;
৩. কাপড় বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাখার ওয়্যারড্রোব;
৪. জায়নামাজ।

২০.৭ টয়লেট ও ওয়াশরুম

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের টয়লেট ব্যবস্থা শিশু উপযোগী হতে হবে। টয়লেটের পাশে ডায়াপার চেঞ্জিং টেবিল থাকতে হবে। প্রতিটি টয়লেটে বয়স অনুযায়ী কমোড ও ভেন্টিলেটর ব্যবস্থা থাকতে হবে। জনবলের জন্য একটি এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জন্য আলাদা টয়লেট সুবিধা থাকবে। এছাড়া গোসল ও কাপড় ধোয়ার জন্য ওয়াশরুম থাকবে। টয়লেট ও ওয়াশরুমগুলি সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শুষ্ক ও দুর্গন্ধমুক্ত রাখতে হবে এবং অবশ্যই ঢাকনাযুক্ত ময়লার ঝুড়ি থাকতে হবে।

চিত্র: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের টয়লেট

২০.৮ লন্ড্রি রুম

শিশুদের পোশাক ও বিছানাপত্র পরিষ্কার, জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে লন্ড্রি সুবিধা থাকা প্রয়োজন। লন্ড্রি রুমটিতে সবসময় রোদের আলো ও বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে। কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় বিছানাপত্র শুকানোর জন্য লন্ড্রি মেশিন ও ড্রায়ার মেশিন থাকতে হবে।

২০.৯ স্টোর রুম

দিবাযত্ন কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও উপকরণসমূহ রাখার জন্য স্টোর রুম থাকতে হবে। স্টোর রুমটি আলো বাতাসপূর্ণ হতে হবে যেন ইঁদুর বা অন্যান্য পোকামাকড় শুকনো খাবার, বিছানাপত্রসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী নষ্ট করতে না পারে। নিয়মিত স্টোর রুমটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

২০.১০ বর্জ্য ব্যবস্থা

কেন্দ্রের অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন: কাগজ, পেন্সিলের টুকরা, রান্নাঘরের জিনিস, ডায়াপার ইত্যাদি ফেলার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় বর্জ্য রাখার জন্য ঢাকনাযুক্ত ঝুড়ি বা বিন থাকতে হবে।

২০.১১ ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার

শিশুর শারীরিক ও মানসিক গঠনের জন্য মায়ের দুধের বিকল্প নেই। যেহেতু কেন্দ্রে ৪ মাস থেকে ২ বছর বয়সী শিশু আছে কাজেই তাদের জন্য অবশ্যই ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার থাকতে হবে। যেখানে মা শিশুকে যত্নসহকারে ফিডিং করাতে পারবেন। ব্রেস্ট ফিডিং এর জন্য সুনির্দিষ্ট স্পেসে একটি ছোট বিছানার ব্যবস্থা থাকতে হবে যেন মা শিশুকে আরামদায়কভাবে মাতৃদুগ্ধ পান করাতে পারেন। এছাড়া বসে ফিডিং করাতে আগ্রহী মায়ের জন্য এই কর্ণারে আরামদায়ক চেয়ার বা সোফা রাখতে হবে।

ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণারের সরঞ্জাম ও উপকরণসমূহ হলো:

১. নরম বিছানা বা সোফা;
২. মাথার বালিশ ও কোল বালিশ;
৩. বিছানার চাদর;
৪. ফ্যান;
৫. আরামদায়ক চেয়ার;
৬. বিশুদ্ধ খাবার পানির জগ ও গ্লাস।

চিত্র: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, স্পেশাল ব্রাঞ্চ এর ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার

চিত্র: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, পানি ভবন এর ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার

২০.১২ শিশুদের দৈনিক কার্যক্রমের কক্ষ

শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষার ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সজ্জার সরঞ্জাম এবং উপকরণসমূহ এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে শিশুর দৈনন্দিন কার্যক্রমকে আনন্দময় ও শিখন উপযোগী করে তুলে। শিশুরা যেহেতু দিনের বেশিরভাগ সময় অর্থাৎ প্রায় ১০ ঘন্টা কেন্দ্রে অবস্থান করে কাজেই তাদের পছন্দকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষার পরিবেশকে নান্দনিকভাবে সুন্দর ও আনন্দদায়ক করতে হবে যেন শিশুরা খেলতে খেলতে শিখতে পারে। শিশুর শারিরীক, মানসিক, আবেগিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকে উন্নত করতে শিশুর দৈনন্দিন কার্যক্রম কক্ষে প্রাকৃতিক কর্ণার, ড্রামাটিক কর্ণার, মিউজিক্যাল কর্ণার, ফিজিক্যাল এক্টিভিটি কর্ণার, প্লে কর্ণার, লাইব্রেরি কর্ণার, ক্রিয়েটিভ আর্ট কর্ণার, ব্লক কর্ণার, পারিবারিক ফটো কর্ণার, ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার, ঘুমের কর্ণার এবং বিনোদন কর্ণার স্থাপন করা যেতে পারে যার বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো:

২০.১২.১ প্রাকৃতিক কর্ণার

এই কর্ণারে বিভিন্ন টেক্সচার, রং, গন্ধ, শব্দ এবং স্বাদযুক্ত সরঞ্জাম এবং উপকরণসমূহ থাকবে যা শিশুকে সংবেদনশীল করবে। প্রাকৃতিক কর্ণারের বিভিন্ন বস্তু বা উপাদানসহ বিজ্ঞান সম্পর্কিত ধারণাগুলি বিকাশের পাশাপাশি গণনা, শ্রেণীবিন্যাস এবং বাছাই করতে শেখায়। শিশুরা যেন খেলতে খেলতে প্রকৃতিকে চিনতে শিখে, প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং তা সংরক্ষণে সচেতন হয় তাই দিবাযত্ন কেন্দ্রে প্রাকৃতিক কর্ণারকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সাজানো হয়েছে।

কর্ণারের বর্ণনা

এই কর্ণারের জন্য দেয়ালের গায়ে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র রাখতে হবে এবং নিচে কৃত্রিম ঘাস, পুকুর বা নদী, ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে। পুকুরের মধ্যে কৃত্রিম হাঁস, মাছ ও শাপলা ফুল থাকবে। পুকুরের পাড়ে বাঁশঝাড় দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এছাড়াও ঘাস, লতা-পাতা, বিভিন্ন ধরনের গাছ, পশুপাখি, পোকামাকড়, জল, বালি ও বিভিন্ন রঙের পাথর ইত্যাদি রাখা হয়েছে। আকাশ, সূর্য, পশুপাখি ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে শিশুদের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশ জানার কৌতুহল তৈরি করাই এই অংশের উদ্দেশ্য। এসব বস্তু দেখে শিশুরা প্রকৃতি সম্পর্কে শিখবে ও আরও জানতে আগ্রহী হবে।

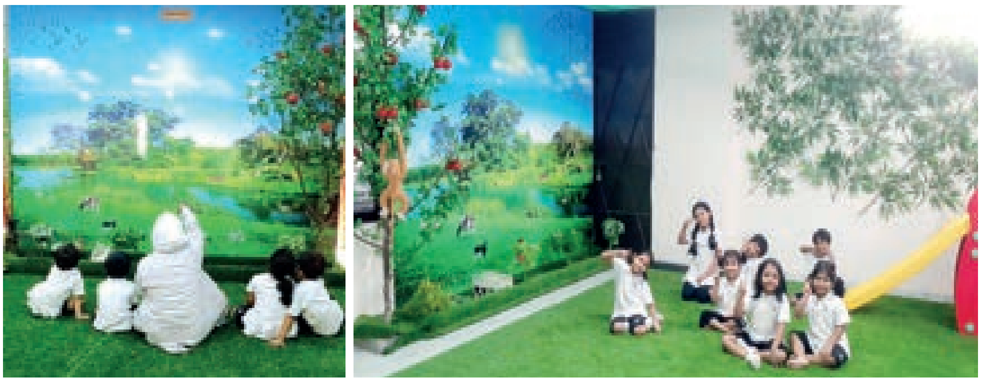

চিত্র: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের প্রাকৃতিক কর্ণারে শিশুদের একাংশ

প্রাকৃতিক কর্ণারের সরঞ্জাম ও উপকরণগুলি হলো:

১. মার্বেল, গ্রানাইট, পাথর;
২. প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সংগৃহীত বস্তু: বিভিন্ন গাছের পাতা, সমুদ্রতলের নুড়ি, শুকনো ফুল, সবজি। এছাড়া শুকনো কাঠ, জল, বালি, শুকনো খড়ি, পোকামাকড়ের সেট, পাখির পালক, উদ্ভিদ;
৩. বিভিন্ন ধরণের প্রাণীর সেট যেমন- হাঁস, ইঁদুর, ডাইনোসর;
৪. ওয়াটার গান, বাবল গান;
৫. বিভিন্ন রঙ ও আকারের প্লাস্টিকের চোঙ এবং মগ, ফুলের টব, প্লাস্টিকের ছোট মেজারিং কাপ;
৬. খেলনা বাথ টাব ও বেবি ডল;
৭. গাছসহ টব ইত্যাদি।

২০.১২.২ ড্রামাটিক কর্ণার

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে খেলনাভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুর কল্পনাশক্তি বাড়ানোর পাশাপাশি শিশুর ব্যক্তিত্বকে জাগ্রত করতে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শ লক্ষ্য নির্বাচনে সহায়তা করবে ড্রামাটিক কর্ণার। এই কর্ণারের মাধ্যমে শিশুর সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, চারপাশের বিভিন্ন চরিত্র বা পেশা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন ও পারিপার্শ্বিক চরিত্র অনুভব করতে পারবে, বড়দের অনুকরণ করতে শিখবে এবং একে অপরকে পারস্পরিক প্রশ্ন করা, চিন্তা-ভাবনা ও আবিষ্কার করার সুযোগ পাবে।

কর্ণারের বর্ণনা

পরিবেশের বিভিন্ন উপকরণ, জাতিগত বিভিন্ন পেশাজীবী ও ঐতিহ্যবাহী পোশাক শিশুর মধ্যকার ধারণাগুলি আবিষ্কার করতে, কল্পনা করতে, অনুসন্ধান করতে, প্রশ্ন করতে, চিন্তা করতে ও পরীক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ করে। এসব দিক বিবেচনায় শিশুর সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি করতে এই কর্ণারে ঐতিহ্যবাহী পোশাকসহ দৈনন্দিন ব্যবহার্য গৃহস্থলী ও অন্যান্য সামগ্রী আকর্ষণীয়ভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে। যেমন- কাপ-পিরিচ সেট রাখার মাধ্যমে শিশুরা চা পরিবেশন করতে শিখবে ফলে তারা পারিবারিক অনুরোধ রাখার দক্ষতা অর্জন করতে শিখবে। ডাক্তার, পুলিশ ইত্যাদি পেশাজীবীর পোশাক রাখার মাধ্যমে শিশুরা অনুকরণ করতে শিখবে যা কল্পনাশক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি ভবিষ্যত জীবনের লক্ষ্য নির্বাচনে সহায়তা করবে। এই কর্ণারের জন্য নির্ধারিত জাতীয় ও ঐতিহ্যবাহী পোশাকের মাধ্যমে শিশুরা দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। এছাড়া এই কর্ণারের সরঞ্জাম ও উপকরণ রাখার জন্য দুই তাক ও হ্যাঙ্গার বিশিষ্ট নান্দনিক শেলফ থাকতে হবে। শেলফের পাশে বড় আয়না থাকতে হবে যাতে শিশুরা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দেখতে পারে। শিশুরা শেলফ থেকে পছন্দ অনুযায়ী পোশাক পরিধান করে নিজেকে আয়নায় দেখার মাধ্যমে সামাজিক নাটকীয় নাটকে অভ্যস্ত হতে শিখবে এবং তাদের মধ্যে কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পাবে।

ড্রামাটিক কর্ণারের সরঞ্জাম ও উপকরণগুলি হলো:

১. আয়না ও বিভিন্ন রঙের ছাতা;
২. সাজসজ্জা সামগ্রী যেমন- ইউনিফর্ম, মুখোশ, টুপি, জন্মদিনের টুপি, কৃত্রিম চুল বা পরচুলা, গোঁফ, পরীর পাখা, স্কার্ফ, টাই, কটি, ফ্রক, ব্যাগ, চুলের ব্যান্ড, চশমা;
৩. জাতীয় ও ঐতিহ্যবাহী পোশাক যেমন- শাড়ি, গেঞ্জি, লুঙ্গি, গামছা ইত্যাদি;
৪. বিভিন্ন ধরণের কাপড় ও প্লাস্টিক পুতুল;
৫. বিভিন্ন ধরণের ট্রলি- ড্রেসিং ট্রলি, কিচেন ট্রলি, ডক্টর ট্রলি ইত্যাদি;
৬. শিশুদের আনন্দ দেয় এমন ধরনের সুপার হিরোদের কস্টিউম যেমন সুপার ম্যান, ব্যাট ম্যান, স্পাইডার ম্যান ইত্যাদি। আমাদের সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে এমন কস্টিউম যেমন রাজা, রানী, গাঁয়ের বধূ, রাখাল বালক, কৃষক, বাউল, মুক্তিযোদ্ধা ইত্যাদি। বিভিন্ন ধরনের পেশার কস্টিউম যেমন চিকিৎসক, পাইলট, পুলিশ, আইনজীবী ইত্যাদি;
৭. সিলভার ও কাঠের তৈরি খেলনা সামগ্রী যেমন- হাড়ি-পাতিল, বেলুন-পিঁড়ি, চায়ের কাপ-পিরিচ সেট ইত্যাদি।

চিত্র: ড্রামাটিক কর্ণার

চিত্র: ড্রামাটিক কর্ণারে শিশুদের যেমন খুশি তেমন সাজ

২০.১২.৩ মিউজিক্যাল কর্ণার

অবসাদ কাটাতে ও মানসিক চাপ দূর করতে মিউজিকের গুরুত্ব অপরিসীম। মিউজিক শুধুমাত্র বড়দেরই নয় বরং শিশুদেরও মানসিক অবসাদ দূর করতে সহায়তা করতে পারে। মিউজিক শিশুর মনে শৈল্পিক সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপনসহ সুন্দর অনুভূতি তৈরিতে সহায়তা করে। মিউজিকের কথা ও সুর শিশুকে চিন্তা করতে ও শিশুর কল্পনা শক্তি বাড়াতে সাহায্য করতে পারে এবং শিশুর শ্রবণশক্তি উন্নত করতে পারে। এজন্য দেশীয় সাংস্কৃতিক চেতনায় শিশুর মানসিক বিকাশসহ দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের সাথে শিশুকে পরিচিত করতে মিউজিক্যাল কর্ণার রাখতে হবে।

কর্ণারের বর্ণনা

এই কর্ণারে এমন একটি জায়গা নির্বাচন করতে হবে যেখানে শিশুরা পছন্দ অনুযায়ী একাকী বা গ্রুপভিত্তিক মিউজিক পরিবেশন করতে পারে। শৈল্পিক ও নান্দনিকভাবে সরঞ্জাম ও উপকরণগুলি সাজিয়ে রাখতে এই কর্ণারে শিশুর বয়স উপযোগী উচ্চতায় তিনটি কাঠের শেলফ তৈরি করতে হবে। মিউজিকের মাধ্যমে দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

চিত্র: মিউজিক্যাল কর্ণার

চিত্র: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ভূমি ভবন এর মিউজিক্যাল কর্ণার

মিউজিক্যাল কর্ণারের সরঞ্জাম ও উপকরণগুলি হলো:

১. কাঠের শেলফ;
২. রিংগিং ড্রাম, ঝুনঝুনি;
৩. চিত্তবিনোদনের জন্য টিভি;
৪. সিডি প্লেয়ার, হেড ফোন, স্পিকার;
৫. বিভিন্ন ধরনের মিউজিক, সিডি, শিশুতোষ গান;
৬. সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্রময় সংগীত সিডি যেমন লোকগীতি, পল্লীগীতি, বাউল গান ইত্যাদি;
৭. বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র যেমন- ইলেকট্রনিক কীবোর্ড, পিয়ানো, জাইলো, একতারা, ঢোল, বাঁশি, ক্যাসেট, গিটার, মাউথ অরগান ও হারমোনিয়াম।

২০.১২.৪ ফিজিক্যাল এক্টিভিটি কর্ণার

শারীরিক ক্রিয়াকলাপ শিশুর সামগ্রিক বিকাশ ও সুঠাম দেহ গঠনে সহায়তা করার পাশাপাশি শিশুর স্নায়ুবিক সংযোগকে উদ্দীপিত করে ও পেশী সঞ্চালনে সহায়তা করে। শিশুর শারীরিক বিকাশ নিশ্চিত করতে হলে একদিকে যেমন বয়স অনুযায়ী ওজন, উচ্চতা ঠিক আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা উচিত, অপরদিকে বয়স অনুযায়ী শিশুর বিভিন্ন ধরণের শারীরিক ক্রিয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা আবশ্যক। কারণ শিশুর শারিরীক বৃদ্ধি ও বিকাশ শুধুমাত্র উত্তরাধিকার জিনগত উপাদানের উপরে নির্ভরশীল নয় বরং খাদ্য, পুষ্টি এবং শারীরিক ক্রিয়ার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এজন্য প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে ফিজিক্যাল এক্টিভিটি কর্ণার থাকতে হবে যেন প্রতিটি শিশু বিভিন্ন ধরণের শারীরিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

কর্ণারের বর্ণনা

এই কর্ণারের পরিবেশ ও সরঞ্জামগুলি এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন বিভিন্ন বয়স গ্রুপের শিশুরা দৈনন্দিন রুটিন অনুযায়ী বিভিন্ন শারীরিক কার্যক্রম করতে পারে। সূক্ষ্ম ও বৃহৎ পেশী সঞ্চালনের জন্য এই কর্ণারে ঘাম ঝরানো এবং উদ্দমী খেলার সরঞ্জাম ও উপকরণ থাকতে হবে। এই কর্ণারে স্ট্যান্ডসহ বাস্কেটবল, জাম্পিং বক্স, ম্যাগনেটিক ডার্টবোর্ড ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে। জাম্পিং ও দড়িলাফ করার সময় হৃদস্পন্দন দ্রুত বৃদ্ধি পায় ও সমগ্র পেশীর সঞ্চালন হয়ে থাকে। কাজেই জাম্পিং ও দড়িলাফের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকতে হবে। এসময় শিশুরা পা পিছলে যেন পড়ে না যায় সেজন্য ফ্লোর ম্যাট বা কার্পেট থাকতে হবে। বস্তু নিক্ষেপ করা, কিক করা এবং রোলিং এর জন্য এই কর্ণারের আয়তন অন্যান্য কর্ণারের চেয়ে স্বাভাবিকভাবে বেশি হতে হবে। এছাড়াও শিশুর দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার সরঞ্জাম ও উপকরণগুলি রাখার জন্য তিনটি কাঠের শেলফ তৈরি করতে হবে। শেলফগুলির উচ্চতা শিশু উপযোগী হতে হবে যেন সব খেলনা সামগ্রী শিশুর হাতের নাগালে থাকে।

চিত্র: ফিজিক্যাল এক্টিভিটি কর্ণারে শিশুদের শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকার একাংশ

ফিজিক্যাল এক্টিভিটি কর্ণারের সরঞ্জাম ও উপকরণ হলো:

১. কাঠের শেলফ ও স্ট্যান্ড;
২. ম্যাগনেট ডাটবোর্ড;
৩. বাস্কেট ও বাস্কেট বল;
৪. বক্সিং পিলো, স্ট্যান্ড বক্সিং;
৫. ব্যালেন্সিং বিম;
৬. ছোট ধাপের সিঁড়ি।

২০.১২.৫ প্লে কর্ণার

ছোট শিশুরা দলবদ্ধ হয়ে খেলার চেয়ে একাকী খেলতে বেশী পছন্দ করে। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে তাই শিক্ষক বা পরিচর্যাকর্মী দ্বারা পরিকল্পিত খেলা আয়োজনের পাশাপাশি শিশুরা যেন নিজের পছন্দের খেলনা বেছে নিয়ে একাকী ইচ্ছেমত খেলতে পারে সেজন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে প্লে-কর্ণার থাকতে হবে এবং কর্ণারটি শিশুর বয়স উপযোগী বিভিন্ন ধরণের খেলনা সামগ্রী দিয়ে সাজাতে হবে।

কর্ণারের বর্ণনা

প্লে কর্ণারে সকল ধরনের খেলনা সুন্দরভাবে সাজিয়ে ও হাতের নাগালের মধ্যে রাখতে তিন তাক বিশিষ্ট চারটি কাঠের শেলফ থাকবে। এছাড়া দলবদ্ধভাবে বা একাকী খেলার জন্য নীচু টেবিল থাকতে হবে। টেবিলগুলির কোনা গোলাকার থাকতে হবে যেন শিশুরা আঘাত না পায়। স্পেস ও বাজেটের ভিত্তি অনুসারে দলগতভাবে বসে খেলার জন্য পর্যাপ্ত স্পেস ও ফ্লোর ম্যাট বা কার্পেট থাকতে হবে।

চিত্র: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের প্লে কর্ণার

চিত্র: প্লে কর্ণারে শিশুদের একাংশ

প্লে কর্ণার সাজানোর সরঞ্জাম ও উপকরণ হলো:

১. গণনার জন্য বস্তুর সেট, কাপ ও চামচ পরিমাপক;
২. রান্নার বাসনপত্র যেমন- হাঁড়ি-পাতিল, বাটি, ট্রে, টেবিল, চামচ ইত্যাদি;
৩. ফানেল, ময়লা ফেলার বিন, বেলচা;
৪. বিভিন্ন ধরণের ঘরের কাঠামো;
৫. বিভিন্ন রঙ ও পোশাকের উন্নতমানের প্লাস্টিকের ও কাপড়ের পুতুল যেমন- সফট ক্লথ জিনি ডল, লাকি ডল ইত্যাদি;
৬. বিভিন্ন রঙ, আকার ও সাইজের বল যেমন- রোলিং বল;
৭. বিভিন্ন ধরণের ক্যাট যেমন- প্লেইং ক্যাট, টেইল ক্যাট, রানিং ক্যাট;
৮. বিভিন্ন খেলনা সামগ্রী যেমন- দোলনা, স্লিপার, বল হাউজ ইত্যাদি;
৯. বাঁশের ও বেতের তৈরি খেলনা সামগ্রী;
১০. খেলনা রাখার তাক;
১১. স্টেপ টুল;
১২. কাপড়ের তৈরি বিভিন্ন ধরণের স্টিক- সূর্যমুখীর স্টিক, বেগুন, ক্যাপসিকাম, মরিচ;
১৩. বিভিন্ন ধরনের প্রাণী;
১৪. ঘুড়ি, ক্যারাম বোর্ড ও লুডু;
১৫. বিভিন্ন ধরণের যানবাহন যেমন- ছয় চাকার কাঠের গাড়ি, ডাবল ডেকার বাস, রিক্সা, ট্রাক্টর, ট্রাক, মেটাল কার, কার কোড- ০৯, আপ এন্ড ডাউন কার রোলার, টারটেল বাগি ও চিকেন টানা গাড়ি, এরোপ্লেন ইত্যাদি;
১৬. কাঠের কামান, বড় ও ছোট বুদ বুদ বোয়ার্স;
১৭. বিভিন্ন ধরণের চেয়ার, বেবি চেয়ার, ডিয়ার চেয়ার;
১৮. বিভিন্ন ধরণের ফিস যেমন- স্টার ফিস, বেবি ফিস, ব্লু ফিস, টয় ফিস;
১৯. বিভিন্ন ধরণের প্রাণী যেমন- রেবিট, গ্রীণ হর্স, রকিং হর্স, নাইটিঙ্গেল, সিটিং ডগ, ব্লু হর্স, বিউটি বিয়ার, টাইগার, পেঁচা, কচ্ছপ, জেব্রা, হরিণ, তিমি (বড়), ব্যাঙ, জিরাফ, হাতি, টয় ফিস এবং বানর ইত্যাদি।

২০.১২.৬ লাইব্রেরি কর্ণার

জ্ঞান আহরণের সহজ মাধ্যম হলো লাইব্রেরি। শিক্ষক ও পরিচর্যাকর্মীর মাধ্যমে শিশুদের বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করার পাশাপাশি শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে লাইব্রেরি কর্ণার থাকতে হবে। লাইব্রেরি কর্ণারের উপকরণসমূহ এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন তা শিশুর বয়স উপযোগী হয় এবং শিশুরা যেন তাদের পছন্দ অনুযায়ী বই বেছে নিয়ে পড়তে পারে।

কর্ণারের বর্ণনা

এই কর্ণারের জন্য একটি পাঁচ তাক বিশিষ্ট বুক শেলফ থাকতে হবে যেখান থেকে সহজেই শিশু তার পছন্দ অনুযায়ী বই নিয়ে পড়তে পারবে। শিশু উপযোগী কাঠের টেবিল ও চেয়ার থাকতে হবে। চেয়ার আর টেবিলের কোনা গোলাকৃতির হতে হবে যাতে কোন শিশুরা আঘাত না পায়। টেবিলে থাকবে ডাবল সাইডেড এডুকেশনাল বোর্ড যার মাধ্যমে সহজে শিশুকে অক্ষরজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যাবে।

লাইব্রেরি কর্ণার সাজানোর সরঞ্জাম ও উপকরণগুলি নিম্নরূপ:

১. বুক শেলফ;
২. ডাবল সাইডেড এডুকেশনাল বোর্ড ও ওয়াল বোর্ড;
৩. বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি তুলে ধরে এধরনের পোষ্টার ও ছবি;
৪. বিষয়ভিত্তিক খাতা, পেন্সিল, বিভিন্ন ইমোজির রাবার, শার্পনার, বিভিন্ন ধরণের পেন ও পেন্সিল, পেন্সিল হোল্ডার এবং রুলার;
৫. বাংলাদেশের মানচিত্র, নদী, সাগরের ম্যাপ ও ছবি এবং বক্র ও রেখাচিত্রমালা;
৬. বাংলা, গণিত ও ইংরেজীসহ বিভিন্ন ধরণের সংখ্যা ও অক্ষরের সেট, ফলমূল, শাকসবজি ও পশুপাখিসহ বিভিন্ন ধরণের শেপ, ক্যাটালগ এবং সংবাদপত্র;
৭. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপযোগী বই যেমন ভালো অভ্যাস, জাতীয় বিষয়, সাধারণ জ্ঞান, ফল, ফুল, সবজি, মাছ বিভিন্ন মুদ্রা ও কাগজের টাকা ইত্যাদির ছবি সম্বলিত বই, গল্পের বই, বর্ণমালা, সংখ্যা, মজার ছড়া, জীবনদক্ষতা উন্নয়নভিত্তিক বই ও সহজ শিশু সাহিত্য।

চিত্র: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের লাইব্রেরি কর্ণার

২০.১২.৭ ক্রিয়েটিভ আর্ট কর্ণার

শিশুর মধ্যকার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে এবং শিশুকে সৃজনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে ক্রিয়েটিভ আর্ট কর্ণার এর গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়াও আর্ট শিশুর মানসিক বিকাশে সহায়তা করতে পারে। তাই শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে ক্রিয়েটিভ আর্ট কর্ণার থাকতে হবে যেন শিশুরা নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী আঁকাআঁকি করতে পারে।

কর্ণারের বর্ণনা

এই কর্ণারের জন্য শিশুর বয়স উপযোগী টেবিল ও চেয়ার থাকবে এবং টেবিলে আর্ট পেন্সিল রাখার জন্য পেন হোল্ডার থাকবে। টেবিলের পাশের পিলার বা দেওয়ালে কাঠের তিনটি শেলফ থাকবে যেখানে আর্ট কর্ণারের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও উপকরণগুলি এমনভাবে সাজানো থাকবে যেন শিশু নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী উপকরণসমূহ বাছাই করে টেবিলে বসে আঁকতে পারে। এছাড়া মেঝেতে বসে আঁকার জন্য কার্পেট বা ফ্লোরম্যাট থাকবে।

ক্রিয়েটিভ আর্ট কর্ণারের সরঞ্জাম ও উপকরণগুলি হলো:

১. রিবন, কাঁচি সেট ও মার্কার;
২. সেমিনার ফাইল;
৩. Craft runch;
৪. খেলার মাটি/ক্লে, ক্রেয়ন, ময়দা;
৫. বিভিন্ন ধরণের রঙঃ এক্রোলিক, জল রং, প্যাস্টেল, Oil pastel Set, Artist palate ইত্যাদি;
৬. বিভিন্ন রং ও আকারের কাগজ, পেন্সিল, পোস্টার পেপার, আর্ট পেপার;
৭. বিভিন্ন আকার ও মানের ব্রাশ যেমন: চিকন, মোটা, সমতল;
৮. আর্ট ওয়ার্কের জন্য ছবির ম্যাট;
৯. ছবি আঁকার স্ট্যান্ড/ ইজেল;
১০. গ্লু ও ক্লিপ বোর্ড।

চিত্র: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের ক্রিয়েটিভ আর্ট কর্ণার

২০.১২.৮ ব্লক কর্ণার

ব্লক কর্ণার হলো দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার কর্ণার। এই কর্ণারের মাধ্যমে শিশুর মনো-সামাজিক দক্ষতার বিকাশ ঘটে। ফলে শিশু দৈনন্দিন জীবনের প্রতিকূল অবস্থা ও সমস্যা মোকাবেলা এবং যে কোন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এছাড়াও শিশুর ধৈর্য বৃদ্ধি, চিন্তার প্রসারতাসহ বুদ্ধিদীপ্ত মেধার বিকাশে সহায়তা প্রদানের জন্য এই কর্ণারের গুরুত্ব অপরিসীম।

কর্ণারের বর্ণনা

শিশুর মধ্যকার সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে এই কর্ণার বিভিন্ন রঙের পেন্সিল, পেপার ও ক্লিপবোর্ড দিয়ে সাজাতে হবে। বিল্ডিং, প্রাণী, যানবাহন ইত্যাদি তৈরি করার জন্য বিভিন্ন ধরণের কাঠের বা হার্ড বোর্ডের শেপ থাকতে হবে। এসব শেপ দ্বারা বিভিন্ন জিনিস তৈরি করার জন্য বিভিন্ন ধরণের বই থাকতে হবে যাতে শিশুরা বই পড়ে একাকী বা দলগতভাবে বিভিন্ন স্ট্রাকচার তৈরি করতে পারে। এছাড়া শিশুদের আগ্রহ অনুযায়ী নতুন নতুন আইটেম অন্তর্ভূক্ত করতে হবে যাতে শিশুরা কৌতুহলী হয়ে ওঠে ও স্বকীয় দক্ষতা প্রয়োগে সক্ষম হয়।

ব্লক কর্ণার সাজানোর সরঞ্জাম ও উপকরণগুলি নিম্নরূপ:

১. বিভিন্ন ধরণের পাজেল যেমন: শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের পাজেল যেমন হাত ও পা এর পাজেল, ABC ও 123 পাজেল, ম্যাপ পাজেল, ফুল, পশুপাখি ও বিভিন্ন ধরনের দৃশ্যের পাজেল ইত্যাদি;
২. যানবাহন সংক্রান্ত যেমন: উডেন এলফাবেটরী লরী, বর্ণমালাযুক্ত ট্রেনগাড়ি ইত্যাদি;
৩. বিভিন্ন ধরণের শেপ: লেগো টাওয়ার, উডেন ইন্টিলিজেন্স, লেগো মাল্টিফর্মা, বিল্ডিং শেপ, প্রাণীর শেপ ইত্যাদি;
৪. বিভিন্ন ধরনের ব্লক যেমন: কাঠের ইউনিট, লেগো, কার্ড বোর্ড ইত্যাদি;
৫. মাল্টি ফাংশনাল।

চিত্র: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের ব্লক কর্ণার

২০.১২.৯ পারিবারিক ফটো কর্ণার

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সকল বয়সী শিশুরা তাদের জেগে থাকার প্রায় অর্ধেকের বেশি সময় অতিবাহিত করে। এসময়ে ৪ বছর বয়সের নিচের শিশুরা বাবা মায়ের অনুপস্থিতি বেশি অনুভব করে। এ বয়সী শিশুরা পিতামাতার সংস্পর্শে থাকতে পারে না বিধায় মাঝে মাঝে মন খারাপ করে ও কান্নাকাটি করে। এমনকি কোনো কোনো শিশুর ক্ষেত্রে স্পর্শজনিত সমস্যা (অ্যাটাচমেন্ট ডিজঅর্ডার) দেখা দেয়। এ কারনে শিশুদের এ আবেগকে গুরুত্ব দিয়ে প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে পারিবারিক ফটো কর্ণার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। শিশুদের মন খারাপ হলে এই কর্ণারে এসে নিজেদের পারিবারিক ছবি নিয়ে দেখতে পারবে এবং পরিবারের সংস্পর্শ অনুভব করতে পারবে। এছাড়া অন্য বন্ধুদের পিতামাতার ছবি দেখে তাদের চিনবে, তাদের সম্পর্কে ধারণা হবে এবং একে অন্যের সাথে নিজের পরিবার সম্পর্কে গল্প করতে পারবে। এতে শিশুদের পারিবারিক ও সামাজিক বিকাশ ঘটবে।

কর্ণারের বর্ণনা

এই কর্ণারে সকল শিশুর জন্য একটি করে ৫/৭ ইঞ্চি সাইজের কাঠের ফটোফ্রেম থাকবে যেখানে প্রত্যেক শিশুর পিতামাতা ও আপনজনদের ছবি সংযুক্ত থাকবে। শিশুরা যেন ছবির ফ্রেম নিজেরাই হাতে নিয়ে দেখতে পারে তাই ফটোফ্রেমে কোনো প্রকার কাচ ব্যবহার করা যাবে না। ছবি অবশ্যই লেমিনেটিং করা থাকবে।

পারিবারিক ফটো কর্ণারের সরঞ্জাম ও উপকরণগুলি হলো:

১. ৫ আর সাইজের ফটো হোল্ডার;
২. ৫/৭ ইঞ্চি সাইজের কাঠের ফটোফ্রেম;
৩. ৫/৭ ইঞ্চি সাইজের শিশুর পারিবারিক ছবি (ল্যান্ডস্ক্যাপ) এবং লেমিনেটিং করা।

চিত্র: পারিবারিক ফটো কর্ণার

২০.১২.১০ বিনোদন কর্ণার

শিশুরা দলবদ্ধভাবে বসে গুণগত সময় কাটানোর জন্য প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে বিনোদন কর্ণার থাকতে হবে। এই কর্ণারে শিশু উপযোগী শিক্ষণীয় কার্টুন/বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখার ব্যবস্থা থাকবে। দৈনিক রুটিন অনুযায়ী প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমবয়সী শিশুরা একসাথে বসে যেন টেলিভিশনে শিক্ষণীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

কর্ণারের বর্ণনা

এই কর্ণারে শিশুদের আই লেভেলে দেয়ালের সাথে একটি টেলিভিশন লাগানো থাকতে হবে। টেলিভিশনের সামনে বসার জন্য নির্দিষ্ট দূরত্বে আরামদায়ক ফ্লোর ম্যাট বা কার্পেটের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

বিনোদন কর্ণারের সরঞ্জাম ও উপকরণগুলি হলো:

১. স্পীকার;
২. পেনড্রাইভ;
৩. মাইক্রোফোন;
৪. এলইডি টিভি;
৫. আরামদায়ক ফ্লোর ম্যাট বা কার্পেট;
৬. টিভি স্ক্রীনে দেখানোর জন্য শিক্ষণীয় বিভিন্ন কার্টুন, ছড়া, গল্প, গান, নাচ, কৌতুক ইত্যাদি।

চিত্র: বিনোদন কর্ণার

২১. সংযোজন বা পরিবর্তন

এই নির্দেশিকার কোনো অনুচ্ছেদ বা নিয়মাবলী সময়ের প্রয়োজনে সংযোজন বা পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সর্বপ্রকার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। নির্দেশিকায় বর্ণিত কোনো বিষয় অস্পষ্ট থাকলে বা কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে প্রকল্প পরিচালক তা দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। এ বিষয়ে মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পক্ষে প্রকল্প পরিচালকের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

চিত্র: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, গোপালগঞ্জ এর অভ্যন্তরীণ সজ্জা।

পরিশিষ্ট-'ক'

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলির অবকাঠামোগত মান মূল্যায়নের প্রশ্নমালা

বিষয়বস্তু		৬০ জন শিশু ও ১২ জন স্টাফের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্রের বাড়ি নির্বাচনের মানদন্ড	উত্তর	উদ্বেগের কোন কারণ নেই	উদ্বেগের কারণ রয়েছে	গৃহীত ব্যবস্থা	পরবর্তী করণীয়
১. কেন্দ্রের অবস্থান	১.১	কেন্দ্রটি ডিপিপিতে বর্নিত এলাকায় অবস্থিত।					
	১.২	কেন্দ্রের সামনে আনুমানিক ৩০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা রয়েছে।					
	১.৩	কেন্দ্রটি ১ম অথবা ২য় তলায় অবস্থিত।					
	১.৪	কেন্দ্রে শিশু আনা নেওয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল।					
	২.১	৩০০০-৪০০০ বর্গফুট আয়তনের মধ্যে রয়েছে।					
২. কেন্দ্রের আয়তন	৩.১	কেন্দ্রটি ২য় তলার উপরে অবস্থিত হলে প্রয়োজনীয় ক্যাপাসিটি সম্পন্ন ডেডিকেটেড লিফট রয়েছে যা জনসাধারণের জন্য শেয়ার করা হয়না।					
৩. বিল্ডিংয়ের প্রয়োজনীয় চাহিদাসমূহ	৩.২	২য় তলায় উঠার সিঁড়ি প্রশস্ত রয়েছে।					
	৩.৩	কেন্দ্রে সার্বক্ষনিক নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে।					
	৩.৪	কেন্দ্রে সার্বক্ষনিক গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে।					
	৩.৫	কেন্দ্রে সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ সরবরাহের (সরকারি/ জেনারেটর) ব্যবস্থা রয়েছে।					
	৩.৬	কেন্দ্রের বর্জ্য অপসারনের যথাযথ ব্যবস্থা রয়েছে।					
	৩.৭	কেন্দ্রে প্রাকৃতিক আলো বাতাস প্রবেশের জন্য পর্যাপ্ত জানালা রয়েছে।					
	৩.৮	সিটিজেন চার্টার কেন্দ্রের বাহিরে দৃশ্যমান রাখার ব্যবস্থা রয়েছে।					
	৩.৯	ওয়াল আর্দ্রতা প্রতিরোধী, শুষ্ক এবং সহজেই ধুলোকনা মুক্ত রাখা যায় ও দাগ মুছে ফেলা যায়।					
	৩.১০	ওয়াল কংক্রিটের এবং হার্ডওয়্যার সহজে ইন্সটল, ঝুলানো এবং সরানো যায়।					
	৩.১১	মেঝে আর্দ্রতা প্রতিরোধী, সহজেই পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করা যায় ও ভেজা অবস্থায় পিচ্ছিল হয়না।					
	৩.১২	সিলিং আর্দ্রতা প্রতিরোধী এবং সহজেই পরিষ্কার এবং স্যানিটাইজ করা যায়।					
	৩.১৩	জানালা-দরজার হার্ডওয়্যারসমূহ সহজেই পরিষ্কার এবং স্যানিটাইজ করা যায়।					
	৩.১৪	আসবাবপত্র ও খেলনাসামগ্রী প্রবেশের জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত দরজা রয়েছে।					
	৩.১৫	কেন্দ্রের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক পাখা অথবা এসির ব্যবস্থা রয়েছে।					
	৩.১৬	প্রয়োজনীয় পরিমান লাইট পয়েন্ট, ফ্যান পয়েন্ট এবং সকেট পয়েন্টসহ বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক আউটলেট রয়েছে।					
৪. নিরাপত্তা ও প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ	৪.১	কেন্দ্রে প্রবেশ ও প্রস্থান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে।					
	৪.২	কেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য কলাপসিবল গেইট রয়েছে।					
	৪.৩	কেন্দ্রে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা রয়েছে।					
	৪.৪	কেন্দ্রের সিঁড়ি হ্যান্ড রেলিং দ্বারা সুরক্ষিত রয়েছে।					
	৪.৫	বারান্দা গ্রীল দ্বারা সুরক্ষিত রয়েছে।					
	৪.৬	গ্যাস সিলিন্ডার শিশুদের নাগালের বাইরে রয়েছে।					
৫. কক্ষ বিন্যাসের পরিকল্পনা	৫.১	প্রবেশ অঞ্চলে শিশু পিক-আপ ও ড্রপ-অফ এর জন্য এবং অভিভাবকের অপেক্ষমান জায়গা রয়েছে।					
	৫.২	কেন্দ্রের মোট রুম ও টয়লেটের সংখ্যা।					
	৫.৩	ডে-কেয়ার অফিসার ও শিক্ষকদের জন্য আলাদা অফিস কক্ষ রয়েছে এবং সেখান থেকে সহজেই কেন্দ্রের সকল কার্যক্রম তদারকি করা যায়।					
	৫.৪	শিশুদের ঘুমের জন্য আলাদা কক্ষ বরাদ্দ রয়েছে।					
	৫.৫	শিশুদের পড়া লেখার জন্য আলাদা কক্ষ বরাদ্দ রয়েছে।					
	৫.৬	শিশুদের ইনডোর গেমসের জন্য কমপক্ষে ৮০০ বর্গফুট উন্মুক্ত জায়গা রয়েছে।					
	৫.৭	শিশুদের পোশাক ও বিছানাপত্র লন্ড্রি ও শুকানোর ব্যবস্থা রয়েছে।					
	৫.৮	শিশুদের খাবার পরিবেশনের জন্য প্রশস্ত ডাইনিং রুম রয়েছে।					
	৫.৯	শিশু খাদ্য প্রস্তুতের জন্য কাউন্টার টপ, সিঙ্ক এবং গ্যাস বার্নারসহ স্বাস্থ্যকর রান্নাঘর রয়েছে।					
	৫.১০	শিশুর ব্যবহার উপযোগী টয়লেট ও বেসিন রয়েছে।					
	৫.১১	অফিস সরঞ্জাম, বিছানাপত্র এবং খেলনাসামগ্রী রাখার জন্য যথেষ্ট স্টোরেজ রুম রয়েছে।					
	৫.১২	ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার বা রুম রয়েছে।					
	৫.১৩	মাদার্স মিটিং এর জন্য রুম রয়েছে।					
	৫.১৪	স্টাফদের রেষ্ট রুম রয়েছে।					
	৫.১৫	দারোয়ান কক্ষ রয়েছে।					

সামগ্রিক মন্তব্য:

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ- মূল্যবান, যত্নশীল, সুরক্ষিত

নকশা প্রণয়নে: ১। শারমিন সুলতানা, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
২। আহমাদ আবদুল ওয়াসি, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ- মূল্যবান, যত্নশীল, সুরক্ষিত

নকশা প্রণয়নে: ১। শারমিন সুলতানা, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
২। আহমাদ আবদুল ওয়াসি, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ- মূল্যবান, যত্নশীল, সুরক্ষিত

নকশা প্রণয়নে: ১। শারমিন সুলতানা, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
২। আহমাদ আবদুল ওয়াসি, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ- মূল্যবান, যত্নশীল, সুরক্ষিত

নকশা প্রণয়নে: ১। শারমিন সুলতানা, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
২। আহমাদ আবদুল ওয়াসি, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ- মূল্যবান, যত্নশীল, সুরক্ষিত

নকশা প্রণয়নে: ১। শারমিন সুলতানা, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
২। আহমাদ আবদুল ওয়াসি, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ- মূল্যবান, যত্নশীল, সুরক্ষিত

নকশা প্রণয়নে: ১। শারমিন সুলতানা, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
২। আহমাদ আবদুল ওয়াসি, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর

নকশা প্রণয়নে: ১। শারমিন সুলতানা, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
২। আহমাদ আবদুল ওয়াসি, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর

নকশা প্রণয়নে: ১। শারমিন সুলতানা, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
২। আহমাদ আবদুল ওয়াসি, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর

তথ্যসূত্র:

১. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
২. শিক্ষক সহায়িকা-২০২১: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৪+বয়সী শিশুদের জন্য), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।
৩. National Curriculum and Text Book Board -2021.
৪. বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড, ২০২০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
৫. Child Care Centre Licensing Manual, 2019.
৬. Ontario Ministry of Education, 2018. Early Years Accommodations in Schools: Reference Guide.
৭. শিশু বিকাশ ও চিকিৎসা ক্লিনিক, ২০১৭. শিশু বিকাশ ও চিকিৎসা সহায়িকা, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৮. Government of Newfoundland and Labrador, 2017. Child Care Policy and Standards Manual. Department of Education and Early Childhood Development.
৯. Children's Services, City of Toronto, 2016. Child Care Design & Technical Guideline. Retrieved from www.toronto.ca/children/childcaredesign.
১০. Government of Alberta, 2015. Healthy Child Care, Healthy Child: A guide to Promoting Health and Preventing Illness in Early Learning and Childcare Settings.
১১. Saskatchewan Ministry of Education Early Years Branch. (2015). Essential Learning Experiences.
১২. Child Care and Early Years Act, 2014. ONTARIO REGULATION 137/15. www.ontario.ca/laws.
১৩. Government of Alberta, 2013. Family Day Home Standards Manual for Alberta, Alberta Human Services, Early Childhood Development Branch.
১৪. শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি, ২০১৩.গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
১৫. Government of the People's Republic of Bangladesh, Ministry of Primary and Mass Education, 2008. Operational Framework for Pre-Primary Education.
১৬. Saskatchewan Ministry of Education Early Years Branch. (2008). Play and exploration: Early learning program guide. Regina, SK: Author.
১৭. সমাজসেবা অধিদপ্তর, ২০০৩. ছোটমণি নিবাস ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১৮. Olds, A. (2000). Child care design guide. New York: McGraw-Hill.
১৯. Ontario Ministry of Education, Modernizing Child Care in Ontario: Discussion Paper www.ontariocanada.com/registry.
২০. Government of Saskatchewan, Early Learning Furnishings, Equipment, and Materials. Retrieved from saskatchewan.ca.
২১. Childcare Resource and Research Unit, Elements of a high quality early learning and child care system, THE QUALITY BY DESIGN PROJECT, University of Toronto www.childcarecanada.org
২২. Child Day Care Centre Operation Mannual, ELCD Project(3rd phase), Bangladesh Shishu Academy.

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার অন্যান্য নির্দেশিকাসমূহ

- ❑ শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি নির্দেশিকা
- ❑ শিশু নির্বাচন ও ভর্তি নির্দেশিকা
- ❑ শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা নির্দেশিকা
- ❑ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র তথ্য সহায়িকা
- ❑ শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের নির্দেশিকা
- ❑ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা নীতি
- ❑ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ নির্দেশিকা
- ❑ শিশুর মানসিক বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা নির্দেশিকা
- ❑ শিশুর প্রাথমিক চিকিৎসা এবং সাধারণ স্বাস্থ্য পরিচর্যা নির্দেশিকা
- ❑ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ নির্দেশিকা
- ❑ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়